একত্রিংশতি অধ্যায়

জীবের গতি সম্বন্ধে ভগবান কপিলদেবের উপদেশ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

কর্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে ।
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃকণাশ্রয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **কর্মণা**—কর্মফলের দ্বারা; **দৈব-নেত্রেণ**—ভগবানের অধ্যক্ষতায়; **জন্তুঃ**—জীব; **দেহ**—শরীর; **উপপত্তয়ে**—প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; **স্ত্রিয়াঃ**—স্ত্রীর; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **উদরম্**—জঠরে; **পুংসঃ**—পুরুষের; **রেতঃ**—বীর্যের; **কণ**—ক্ষুদ্র অংশ; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয় করে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় জীবাত্মা তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে, বিশেষ প্রকার শরীর ধারণের জন্য, পুরুষের রেতকণা আশ্রয় করে স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে, নানা প্রকার নারকীয় অবস্থা ভোগ করার পর, জীব পুনরায় মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়। এই অধ্যায়ে সেই প্রসঙ্গেরই আলোচনা করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি ইতিমধ্যেই নারকীয় জীবন ভোগ করেছে, তাকে বিশেষ প্রকার মনুষ্য শরীর দান করার জন্য, তার আত্মাকে তার পিতা হওয়ার উপযুক্ত পুরুষের বীর্যে স্থানান্তরিত করা হয়। একটি বিশেষ ধরনের দেহ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য, যৌন সঙ্গমের সময়, পিতার বীর্যের মাধ্যমে আত্মাকে মাতার গর্ভে স্থানান্তরিত করা হয়। এই পন্থাটি সমস্ত দেহধারী জীবের বেলায় প্রযোজ্য, কিন্তু এখানে বিশেষ

করে তা সেই মানুষের সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, যে অন্ধতামিস্র নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সেখানে যন্ত্রণা ভোগ করার পর, কুকুর, শূকর আদি বহু প্রকার নারকীয় শরীর প্রাপ্ত হওয়ার পর, তাকে মনুষ্য শরীর দান করা হয়, তাকে সুযোগ দেওয়া হয় যাতে সে আবার সেই প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, যে শরীরে সে নরকে অধঃ পতিত হয়েছিল।

সব কিছুই সম্পন্ন হয় পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায়। জড়া প্রকৃতি দেহ সরবরাহ করে, কিন্তু তিনি তা করেন পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, জীব মায়ার দ্বারা তৈরি যন্ত্রে আরোহণ করে, এই জড় জগতে ভ্রমণ করছে। পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই জীবাত্মার সঙ্গে থাকেন। জীবকে তার কর্মের ফল অনুসারে শরীর প্রদান করতে, তিনি জড়া প্রকৃতিকে নির্দেশ দেন, এবং জড়া প্রকৃতি তা সরবরাহ করেন।

এখানে *রেতঃকণাশ্রয়ঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা ইঙ্গিত করে যে, পুরুষের বীর্য স্ত্রীর গর্ভে জীবন সৃষ্টি করে না; পক্ষান্তরে, জীবাত্মা রেতকণাকে আশ্রয় করে এবং তার পর তা স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। তখন শরীর বিকশিত হয়। আত্মার উপস্থিতি ব্যতীত কেবল যৌন সঙ্গমের দ্বারা জীবনের সৃষ্টি করার কোন সম্ভাবনা নেই। জড়বাদীদের মতবাদ হচ্ছে যে, আত্মা বলে কিছু নেই, এবং কেবল বীর্য এবং অণ্ডকোষের সমন্বয়ের ফলে শিশুর জন্ম হয়, তা কখনও সম্ভব নয়। এই মতবাদটি কখনও গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্লোক ২

কললং ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদম্ ।
দশাহেন তু কর্কন্ধুঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃ পরম্ ॥ ২ ॥

কললম্—রেতকণা এবং রজের মিশ্রণ; **তু**—তার পর; **এক-রাত্রেণ**—প্রথম রাত্রে; **পঞ্চ-রাত্রেণ**—পঞ্চম রাত্রিতে; **বুদ্বুদম্**—বুদ্বুদ; **দশ-অহ্নেন**—দশ দিনে; **তু**—তারপর; **কর্কন্ধুঃ**—বদরী ফলের মতো; **পেশী**—মাংসপিণ্ড; **অণ্ডম্**—ডিম্ব; **বা**—অথবা; **ততঃ**—তার পর; **পরম্**—পরে।

অনুবাদ

সেই রেতকণা গর্ভে পতিত হলে, এক রাত্রে শোণিতের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, পঞ্চ রাত্রিতে বুদ্বুদের আকার প্রাপ্ত হয়, দশ দিনের মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে বদরী ফলের মতো হয়, এবং তার পর ধীরে ধীরে তা মাংসপিণ্ডে অথবা অণ্ডে পরিণত হয়।

তাৎপর্য

ভিন্ন ভিন্ন উৎস অনুসারে, জীবাত্মার শরীর চারটি ভিন্নভাবে বিকশিত হয়। এক প্রকার শরীর হচ্ছে বৃক্ষ ও গাছপালার শরীর, যা মাটি থেকে উৎপন্ন হয়; দ্বিতীয় প্রকার শরীর স্বেদ থেকে উৎপন্ন হয়, যেমন বিভিন্ন প্রকার জীবাণু; তৃতীয় প্রকার শরীর বিকশিত হয় ডিম থেকে; এবং চতুর্থ প্রকার শরীর বিকশিত হয় জরায়ু থেকে। এই শ্লোকে সূচিত হয়েছে যে, শুক্রাণু এবং শোণিতের মিশ্রণের পর, ধীরে ধীরে শরীর মাংসপিণ্ডে অথবা অণ্ডে বিকশিত হয়। পাখিদের বেলায় তা অণ্ডে পরিণত হয়, এবং পশু ও মানুষদের বেলায় তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়।

শ্লোক ৩

মাসেন তু শিরো দ্বাভ্যাং বাহ্বঙ্ঘ্র্যাদ্যঙ্গবিগ্রহঃ ।
নখলোমাস্থিচর্মাণি লিঙ্গচ্ছিদ্রোদ্ভবস্ত্রিভিঃ ॥ ৩ ॥

মাসেন—এক মাসের মধ্যে; **তু**—তার পর; **শিরঃ**—মস্তক; **দ্বাভ্যাম্**—দুই মাসের মধ্যে; **বাহু**—হাত; **অঙ্ঘ্রি**—পা; **আদি**—ইত্যাদি; **অঙ্গ**—শরীরের অঙ্গ; **বিগ্রহঃ**—রূপ; **নখ**—নখ; **লোম**—লোম; **অস্থি**—হাড়; **চর্মাণি**—ত্বক; **লিঙ্গ**—জননেন্দ্রিয়; **ছিদ্র**—ছিদ্র; **উদ্ভবঃ**—প্রকট হয়; **ত্রিভিঃ**—তিন মাসের মধ্যে।

অনুবাদ

এক মাসের মধ্যে তার মস্তক গঠিত হয়, এবং দুই মাসের মধ্যে তার হাত, পা, এবং অন্যান্য অঙ্গ গঠিত হয়। তিন মাসের মধ্যে তার নখ, আঙ্গুল, লোম, অস্থি ও চর্ম প্রকাশিত হয়, এবং সেই সঙ্গে জননেন্দ্রিয় ও দেহের ছিদ্রগুলি যথা— চক্ষু, নাক, কান, মুখ ও পায়ু প্রকটিত হয়।

শ্লোক ৪

চতুর্ভির্ধাতবঃ সপ্ত পঞ্চভিঃ ক্ষুত্তৃড়ুদ্ভবঃ ।
ষড়্ভির্জরায়ুণা বীতঃ কুক্ষৌ ভ্রাম্যতি দক্ষিণে ॥ ৪ ॥

চতুর্ভিঃ—চার মাসের মধ্যে; **ধাতবঃ**—উপাদানসমূহ; **সপ্ত**—সাত; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচ মাসের মধ্যে; **ক্ষুৎ-তৃট্**—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার; **উদ্ভবঃ**—উদয় হয়; **ষড়ভিঃ**—ছয় মাসের মধ্যে; **জরায়ুণা**—গর্ভবেষ্টনের দ্বারা; **বীতঃ**—আবৃত; **কুক্ষৌ**—উদরে; **ভ্রাম্যতি**—ভ্রমণ করে; **দক্ষিণে**—ডান পাশে।

অনুবাদ

গর্ভ ধারণের চার মাসের মধ্যে শরীরের সপ্ত ধাতুর উদয় হয়, সেগুলি হচ্ছে—ত্বক, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র। পঞ্চ মাসের মধ্যে তার ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার অনুভব হতে শুরু করে, এবং ষষ্ঠ মাসে জরায়ুর দ্বারা আবৃত ভ্রূণ দক্ষিণ কুক্ষিতে ভ্রমণ করে।

তাৎপর্য

শিশুর দেহ যখন ছয় মাসের পর পূর্ণরূপে গঠিত হয়, তখন শিশুটি ছেলে হলে কুক্ষির ডানদিকে যায়, এবং মেয়ে হলে কুক্ষির বাঁ দিকে যায়।

শ্লোক ৫

মাতুর্জগ্ধান্নপানাদ্যৈরেধদ্ধাতুরসম্মতে ।
শেতে বিণ্মূত্রয়োর্গর্তে স জন্তুর্জন্তুসম্ভবে ॥ ৫ ॥

মাতুঃ—মাতার; **জগ্ধ**—গৃহীত; **অন্ন-পান**—অন্ন এবং পেয় পদার্থের দ্বারা; **আদ্যৈঃ**—ইত্যাদি; **এধৎ**—বর্ধিত; **ধাতুঃ**—তার শরীরের উপাদান; **অসম্মতে**—জঘন্য; **শেতে**—থাকে; **বিট্-মূত্রয়োঃ**—বিষ্ঠা ও মূত্রের; **গর্তে**—গর্তে; **সঃ**—সেই; **জন্তুঃ**—ভ্রূণ; **জন্তু**—কৃমি কীটের; **সম্ভবে**—উৎপত্তিস্থল।

অনুবাদ

মাতৃভুক্ত অন্নপানাদির দ্বারা সেই ভ্রূণ বর্ধিত হতে থাকে এবং সব রকম কৃমি কীটের উৎপত্তিস্থল, অত্যন্ত জঘন্য সেই মল-মূত্রের গর্তে তাকে থাকতে হয়।

তাৎপর্য

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে যে, *আপ্যায়নী* নামক নাড়ি মাতার অন্ত্রের সঙ্গে শিশুর উদরকে যুক্ত করে, এবং এই নালীর দ্বারা গর্ভস্থ শিশু মাতার ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। এইভাবে শিশু মাতার অন্ত্রের দ্বারা পুষ্ট হয়ে, গর্ভে দিন দিন বর্ধিত হতে থাকে। *মার্কণ্ডেয় পুরাণে* জঠরস্থ শিশুর অবস্থা সম্বন্ধে যে-বর্ণনা করা হয়েছে, তা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলে যায়। এইভাবে বোঝা যায় যে, *পুরাণের* প্রামাণিকতা কখনও অস্বীকার করা যায় না, যা মায়াবাদীরা কখনও কখনও করার চেষ্টা করে।

শিশু যেহেতু সম্পূর্ণরূপে মাতৃভুক্ত অন্নের উপর নির্ভর করে, তাই গর্ভাবস্থায় য়ের আহারের মধ্যে অনেক বাধ্য-বাধকতা থাকে। অত্যধিক লবণ, ঝাল, পেঁয়াজ ত্যাদি গর্ভবতী মায়ের আহার করা নিষেধ, কারণ শিশুর শরীর অত্যন্ত কোমল ংং এই প্রকার উগ্র খাদ্য সে সহ্য করতে পারে না। বৈদিক স্মৃতি শাস্ত্রে যে মস্ত সাবধানতা অবলম্বন করার এবং বাধ্য-বাধকতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, র্ভবতী মাতার পক্ষে সেইগুলি পালন করা অত্যন্ত লাভজনক। বৈদিক শাস্ত্র থেকে মরা জানতে পারি, সমাজে উত্তম শিশু উৎপাদন করার জন্য কত সাবধানতা বলম্বন করতে হয়। সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষদের জন্য মৈথুনের পূর্বে গর্ভাধান স্কার বাধ্যতামূলক ছিল, এবং তা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। বৈদিক শাস্ত্রে গর্ভাবস্থায় ন্য যে-সমস্ত বিধি অনুমোদন করা হয়েছে, তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিতা-মাতার ধান কর্তব্য হচ্ছে সন্তানের তত্ত্বাবধান করা, কারণ যথাযথভাবে শিশুর তত্ত্বাবধান রা হলে, সমাজ সুসন্তানে পূর্ণ হবে, যারা সমাজ, দেশ এবং সমগ্র মানব জাতির ন্তি এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

শ্লোক ৬

কৃমিভিঃ ক্ষতসর্বাঙ্গঃ সৌকুমার্যাৎপ্রতিক্ষণম্ ।
মূর্চ্ছামাপ্নোত্যুরুক্লেশস্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈর্মুহুঃ ॥ ৬ ॥

মিভিঃ—কৃমি কীটের দ্বারা; ক্ষত—ক্ষত-বিক্ষত; সর্ব-অঙ্গঃ—সমস্ত শরীর; ীকুমার্যাৎ—কোমল হওয়ার ফলে; প্রতি-ক্ষণম্—ক্ষণে ক্ষণে; মূর্চ্ছাম্—অচেতন; াপ্নোতি—প্রাপ্ত হয়; উরুক্লেশঃ—অত্যন্ত কষ্ট; তত্রত্যৈঃ—সেখানে (উদরে) থাকার লে; ক্ষুধিতৈঃ—ক্ষুধার্ত; মুহুঃ—পুনঃ পুনঃ।

অনুবাদ

দরস্থ ক্ষুধার্ত কৃমিরা তার সুকোমল দেহটিকে সর্বক্ষণ ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে। ার ফলে সে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে, বার বার মূর্ছিত হতে থাকে।

তাৎপর্য

ড় অস্তিত্বের ক্লেশকর অবস্থা আমরা কেবল মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পরেই নুভব করি না, মাতৃগর্ভে অবস্থান করার সময়ও করে থাকি। জীব যখন তার

জড় দেহের সংস্পর্শে আসে, তখনই তার দুঃখ-দুর্দশাময় জীবন শুরু হয়। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা সেই অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাই এবং জন্মের ক্লেশ সম্বন্ধে খুব একটা গুরুত্ব দিই না। তাই, *ভগবদ্গীতায়* বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জন্ম এবং মৃত্যুর বিশেষ ক্লেশ হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হওয়া উচিত। ঠিক যেমন দেহটির গঠনের সময় মাতৃজঠরে নানা প্রকার ক্লেশ অনুভব করতে হয়, তেমনই মৃত্যুর সময়ও নানা প্রকার ক্লেশ অনুভব করতে হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে জীবকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়, এবং কুকুর, শূকর ইত্যাদি দেহে দেহান্তর অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু এই প্রকার ক্লেশকর অবস্থা সত্ত্বেও, মায়ার প্রভাবে, আমরা সব কিছু ভুলে যাই এবং বর্তমান তথাকথিত সুখের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে যাই, যা প্রকৃত পক্ষে কষ্টেরই প্রতিক্রিয়া মাত্র।

শ্লোক ৭

কটূতীক্ষ্ণোষ্ণলবণরূক্ষাম্লাদিভিরুল্বণৈঃ ।
মাতৃভুক্তৈরুপস্পৃষ্টঃ সর্বাঙ্গোত্থিতবেদনঃ ॥ ৭ ॥

কটূ—তিক্ত; **তীক্ষ্ণ**—তীব্র; **উষ্ণ**—ঝাল; **লবণ**—নোনতা; **রূক্ষ**—কষা; **অম্ল**—টক; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **উল্বণৈঃ**—অত্যধিক; **মাতৃভুক্তৈঃ**—মাতৃভুক্ত খাদ্যের দ্বারা; **উপস্পৃষ্টঃ**—প্রভাবিত; **সর্বাঙ্গ**—সমস্ত শরীর; **উত্থিত**—উদিত; **বেদনঃ**—ব্যথা।

অনুবাদ

মাতার ভুক্ত তিক্ত, তীব্র, অত্যন্ত লবণাক্ত অথবা অত্যন্ত টক খাদ্যের দ্বারা শিশু তার সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে।

তাৎপর্য

মাতৃ-জঠরস্থ শিশুর অবস্থার সমস্ত বর্ণনা আমাদের ধারণার অতীত। এই রকম অবস্থায় থাকা অত্যন্ত কষ্টকর, কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশুকে সেই অবস্থায় থাকতে হয়। শিশুর চেতনা খুব একটা বিকশিত নয় বলে, শিশু তা সহ্য করতে পারে, তা না হলে সে মরে যেত। সেইটি হচ্ছে মায়ার আশীর্বাদ, যিনি যন্ত্রণা-ভোগকারী দেহকে সেই অসহ্য বেদনা সহ্য করার শক্তি প্রদান করেন।

শ্লোক ৮

উল্বেন সংবৃতস্তস্মিন্নস্ত্রৈশ্চ বহিরাবৃতঃ ।
আস্তে কৃত্বা শিরঃ কুক্ষৌ ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ ॥ ৮ ॥

উল্বেন—জরায়ুর দ্বারা; **সংবৃতঃ**—আবৃত; **তস্মিন্**—সেই স্থানে; **অন্ত্রৈঃ**—অন্ত্রের দ্বারা; **চ**—এবং; **বহিঃ**—বাহিরে; **আবৃতঃ**—আচ্ছাদিত; **আস্তে**—শায়িত থাকে; **কৃত্বা**—রেখে; **শিরঃ**—মস্তক; **কুক্ষৌ**—উদরের প্রতি; **ভুগ্ন**—কুঞ্চিত; **পৃষ্ঠ**—পিঠ; **শিরঃ-ধরঃ**—গলা।

অনুবাদ

ভিতরে জরায়ুর দ্বারা আবৃত এবং বাইরে নাড়ির দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ ধনুকের মতো বাঁকা অবস্থায় এবং তার মস্তক উদরের সঙ্গে সংলগ্ন অবস্থায়, সে মাতার উদরের এক পাশে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে সেই উদরস্থ শিশুটির মতো সর্বতোভাবে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়, তা হলে তার পক্ষে কয়েক সেকেন্ডের বেশি বেঁচে থাকা সম্ভব হত না। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা সেই সমস্ত কষ্টের কথা ভুলে যাই এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে আত্মাকে মুক্ত করার কোন রকম চিন্তা না করে, এই জীবনে সুখী হওয়ার চেষ্টা করি। এইটি আমাদের সভ্যতার দুর্ভাগ্য যে, এই সমস্ত বিষয়ে যথাযথভাবে আলোচনা করা হচ্ছে না, যাতে মানুষ জড় অস্তিত্বের এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

শ্লোক ৯

অকল্পঃ স্বাঙ্গচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পঞ্জরে ।
তত্র লব্ধস্মৃতির্দৈবাৎকর্ম জন্মশতোদ্ভবম্ ।
স্মরন্দীর্ঘমনুচ্ছ্বাসং শর্ম কিং নাম বিন্দতে ॥ ৯ ॥

অকল্পঃ—অক্ষম; **স্ব-অঙ্গ**—তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; **চেষ্টায়াম্**—সঞ্চালন করতে; **শকুন্তঃ**—পক্ষী; **ইব**—মতো; **পঞ্জরে**—খাঁচায়; **তত্র**—সেখানে; **লব্ধ-স্মৃতিঃ**—স্মৃতি লাভ করে; **দৈবাৎ**—ভাগ্যক্রমে; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **জন্ম-শত-উদ্ভবম্**—পূর্ববর্তী শত

জন্মে সংঘটিত; স্মরন্—স্মরন করে; দীর্ঘম্—দীর্ঘকাল; অনুচ্ছ্বাসম্—দীর্ঘশ্বাস; শর্ম—মনের শান্তি; কিম্—কি; নাম—তখন; বিন্দতে—লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

শিশুটি তখন পিঞ্জরস্থ পক্ষীর মতো অঙ্গ সঞ্চালনে অসমর্থ হয়ে, গর্ভের মধ্যে বাস করে। সে যদি ভাগ্যবান হয়, তখন তার পূর্বের শত জন্মের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কথা তার স্মরণ হয়, এবং সে তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে। সেই অবস্থায় মনের শান্তি লাভ করা কি করে সম্ভব?

তাৎপর্য

জন্মের পর শিশু তার পূর্ব জন্মের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কথা ভুলে যেতে পারে, কিন্তু যখন আমরা বড় হই, তখন শ্রীমদ্ভাগবত আদি প্রামাণিক শাস্ত্র পড়ে আমরা এইটুকুও অন্তত বুঝতে পারি যে, জন্ম এবং মৃত্যুর সময় কি রকম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যদি আমরা শাস্ত্রে বিশ্বাস না করি, তা হলে সেইটি আলাদা কথা, কিন্তু শাস্ত্রের প্রামাণিকতায় যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তা হলে আমাদের অবশ্যই পরবর্তী জীবনে এই দুঃখ-দুর্দশাময় অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। মনুষ্য-জীবনেই কেবল তা সম্ভব। যে মনুষ্য-জীবনে দুঃখ-দুর্দশার এই ইঙ্গিতগুলির সম্বন্ধে সচেতন না হয়, তা হলে বলা হয় যে, সে নিঃসন্দেহে আত্মহত্যা করছে। কথিত হয় যে, মায়ার অন্ধকার বা ভব-সমুদ্র থেকে উদ্ধার লাভ করা কেবল মনুষ্য-জীবনেই সম্ভব। এই মনুষ্য-শরীর একটি অত্যন্ত সক্ষম নৌকা, এবং গুরুদেব হচ্ছেন তার অতি সুদক্ষ কর্ণধার; শাস্ত্র-নির্দেশ অনুকূল বায়ুর মতো। এত সমস্ত সুন্দর সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও, আমরা যদি অজ্ঞানের সমুদ্র পার হতে না পারি, তা হলে অবশ্যই আমরা জেনেশুনে আত্মহত্যা করছি।

শ্লোক ১০

আরভ্য সপ্তমান্মাসাল্লব্ধবোধোঽপি বেপিতঃ ।
নৈকত্রাস্তে সূতিবাতৈর্বিষ্ঠাভূরিব সোদরঃ ॥ ১০ ॥

আরভ্য—শুরু; **সপ্তমাৎ মাসাৎ**—সপ্তম মাস থেকে; **লব্ধ-বোধঃ**—চেতনা লাভ হয়; **অপি**—যদিও; **বেপিতঃ**—নড়াচড়া করে; **ন**—না; **একত্র**—এক স্থানে; **আস্তে**—থাকে; **সূতিবাতৈঃ**—প্রসব বায়ুর দ্বারা; **বিষ্ঠা-ভূঃ**—কৃমি; **ইব**—মতো; **স-উদরঃ**—একই উদরে উৎপন্ন।

অনুবাদ

গর্ভ ধারণের সাত মাস পর তার চেতনা লাভ হয়, তখন প্রসবের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব থেকে যে প্রসব-বায়ু নীচের দিকে চাপ দিতে থাকে, সেই বায়ুর দ্বারা চালিত হয়, এবং সেই নোংরা জঘন্য উদরে জাত কৃমির মতো সে এক স্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

সাত মাসের পর শিশু শরীরের বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত হতে থাকে, এবং তখন সে এক স্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারে না, কারণ প্রসবের পূর্বে জরায়ু শিথিল হয়ে যায়। এখানে কৃমিদের *সোদর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *সোদর* মানে হচ্ছে 'একই মায়ের উদরে জাত।' যেহেতু যে মাতৃজঠরে শিশুটির জন্ম হয়, সেই একই গর্ভে পচনের ফলে কৃমিদেরও জন্ম হয়, এবং সেই সূত্রে সেই শিশু এবং কৃমিরা হচ্ছে ভাই। আমরা সমস্ত মানুষের মধ্যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে অত্যন্ত উৎসুক, কিন্তু আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে, কৃমিরাও আমাদের ভাই, অন্য জীবেদের কি কথা। তাই, আমাদের সমস্ত জীবেদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত।

শ্লোক ১১

নাথমান ঋষির্ভীতঃ সপ্তবধ্রিঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।
স্তুবীত তং বিক্লবয়া বাচা যেনোদরেঽর্পিতঃ ॥ ১১ ॥

নাথমানঃ—আবেদন করে; **ঋষিঃ**—জীব; **ভীতঃ**—ভয়ার্ত; **সপ্ত-বধ্রিঃ**—সপ্ত আবরণের দ্বারা বদ্ধ; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **স্তুবীত**—স্তব করে; **তম্**—ভগবানকে; **বিক্লবয়া**—ব্যাকুল চিত্তে; **বাচা**—বাণীর দ্বারা; **যেন**—যার দ্বারা; **উদরে**—উদরে; **অর্পিতঃ**—স্থাপিত হয়েছে।

অনুবাদ

সেই ভয়ার্ত অবস্থায়, সপ্ত ধাতুর আবরণে বদ্ধ জীব হাত জোড় করে ভগবানের স্তব করতে শুরু করে, যিনি তাকে সেই অবস্থায় স্থাপন করেছেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, স্ত্রী যখন প্রসব বেদনা অনুভব করে, তখন সে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে আর কখনও গর্ভ ধারণ করবে না এবং এই প্রকার অসহ্য যন্ত্রণা আর ভোগ করতে হবে না। তেমনই, কারও যখন হাসপাতালে অপারেশন হয়, তখন সে প্রতিজ্ঞা করে, সে আর কখনও এমন কার্য করবে না, যার ফলে তাকে রোগগ্রস্ত হয়ে আবার অপারেশন করতে হতে পারে, অথবা কেউ যখন বিপদে পড়ে, তখন সে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে আর কখনও সেই ভুল করবে না। তেমনই, জীব যখন নারকীয় অবস্থায় পতিত হয়, তখন সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যে, সে আর কখনও পাপ কার্য করবে না, যার ফলে তাকে পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পতিত হওয়ার জন্য মাতৃগর্ভে আসতে হয়। গর্ভবাসের নারকীয় পরিস্থিতিতে জীব পুনরায় জন্ম গ্রহণ করার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়, কিন্তু যখন সে গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে, যখন সে পূর্ণ জীবন এবং সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করে, তখন সে সব কিছু ভুলে যায় এবং বার বার সেই পাপ কর্ম সে আচরণ করতে থাকে, যে জন্য তাকে সেই ভয়ঙ্কর অবস্থায় রাখা হয়েছিল।

শ্লোক ১২

জন্তুরুবাচ

তস্যোপসন্নমবিতুং জগদিচ্ছয়াত্ত-
নানাতনোর্ভুবি চলচ্চরণারবিন্দম্ ।
সোঽহং ব্রজামি শরণং হ্যকুতোভয়ং মে
যেনেদৃশী গতিরদর্শ্যসতোঽনুরূপা ॥ ১২ ॥

জন্তুঃ উবাচ—জীবাত্মা বলে; **তস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **উপসন্নম্**—শরণাগত; **অবিতুম্**—রক্ষা করার জন্য; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ড; **ইচ্ছয়া**—স্বেচ্ছায়; **আত্ত-নানা-তনোঃ**—যিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **চলৎ**—সঞ্চারি; **চরণ-অরবিন্দম্**—চরণ-কমল; **সঃ অহম্**—আমি স্বয়ং; **ব্রজামি**—যাই; **শরণম্**—সেই আশ্রয়ে; **হি**—বাস্তবিক পক্ষে; **অকুতঃ-ভয়ম্**—অভয়; **মে**—আমার; **যেন**—যার দ্বারা; **ঈদৃশী**—এই প্রকার; **গতিঃ**—অবস্থা; **অদর্শি**—বিবেচনা করেছেন; **অসতঃ**—পুণ্যহীন; **অনুরূপা**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

মানব-দেহ প্রাপ্ত আত্মা বলতে থাকে—আমি পরমেশ্বর ভগবানের চরণ-কমলের শরণাগত হলাম, যিনি তাঁর বিভিন্ন নিত্য স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে, এই পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করেন। আমি কেবল তাঁরই শরণ গ্রহণ করি, কারণ তিনি আমাকে সর্বতোভাবে অভয় প্রদান করতে পারেন এবং তাঁর থেকে আমি জীবনের এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি, যা আমার পাপকর্মের জন্য সর্বতোভাবে উপযুক্ত।

তাৎপর্য

এখানে *চলচ্চরণারবিন্দম্* শব্দে পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝানো হয়েছে, যিনি প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করেন অথবা ভ্রমণ করেন। যেমন, শ্রীরামচন্দ্র সত্য-সত্যই পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণও ঠিক একজন সাধারণ মানুষের মতো পদচারণ করেছিলেন। তাই এই প্রার্থনাটি পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়েছে, যিনি পুণ্যবানদের রক্ষা করার জন্য এবং পাপীদের বিনাশ করার জন্য এই পৃথিবীপৃষ্ঠে অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোন স্থানে অবতরণ করেন। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যখন অধর্মের বৃদ্ধি হয় এবং প্রকৃত ধর্ম আচরণে গ্লানি দেখা দেয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান সাধুদের রক্ষা করার জন্য দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এখানে আসেন। এই শ্লোকটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিত করে।

এই শ্লোকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হচ্ছে যে, ভগবান আসেন তাঁর নিজের ইচ্ছার দ্বারা, *ইচ্ছয়া* । যে কথা *ভগবদ্গীতাতেও* শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন, *সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া*—"আমার নিজের ইচ্ছায়, আমার অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে, আমি আবির্ভূত হই।" তাঁকে জড়া প্রকৃতির নিয়মের প্রভাবে বাধ্য হয়ে আসতে হয় না। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, *ইচ্ছয়া*—তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছায় আসেন, এবং যে রূপে তিনি অবতরণ করেন, তা তাঁর নিত্য স্বরূপ; মায়াবাদীদের কল্পনা অনুসারে, তিনি যে-কোন রূপ ধারণ করেন না। পরমেশ্বর ভগবান যেমন জীবকে ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ফেলেন, তেমনই তিনি তাদের উদ্ধারও করতে পারেন, এবং তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলের শরণ গ্রহণ করা। শ্রীকৃষ্ণ দাবি করেছেন, "সব কিছু পরিত্যাগ করে, কেবল আমার শরণাগত হও।" এবং *ভগবদ্গীতাতে* আরও বলা হয়েছে যে, কেউ যখন তাঁর কাছে যান, তখন আর তাঁকে এই জড় জগতে আর একটি দেহ ধারণ করার জন্য ফিরে আসতে হয় না তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান, যেখান থেকে আর তাঁকে ফিরে আসতে হয় না।

শ্লোক ১৩

যস্ত্বত্র বদ্ধ ইব কর্মভিরাবৃতাত্মা
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীমবলম্ব্য মায়াম্ ।
আস্তে বিশুদ্ধমবিকারমখণ্ডবোধ-
মাতপ্যমানহৃদয়েঽবসিতং নমামি ॥ ১৩ ॥

যঃ—যিনি; **তু**—ও; **অত্র**—এখানে; **বদ্ধঃ**—বদ্ধ; **ইব**—যেন; **কর্মভিঃ**—কর্মের দ্বারা; **আবৃত**—আচ্ছাদিত; **আত্মা**—শুদ্ধ আত্মা; **ভূত**—স্থূল উপাদানসমূহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **আশয়**—মন; **ময়ীম্**—সমন্বিত; **অবলম্ব্য**—পতিত হয়ে; **মায়াম্**—মায়াতে; **আস্তে**—থাকে; **বিশুদ্ধম্**—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; **অবিকারম্**—পরিবর্তন রহিত; **অখণ্ড-বোধম্**—অন্তহীন জ্ঞান-সমন্বিত; **আতপ্যমান**—অনুতপ্ত; **হৃদয়ে**—হৃদয়ে; **অবসিতম্**—বাস করে; **নমামি**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

বিশুদ্ধ আত্মা আমি আমার কর্মের বন্ধনে, মায়ার ব্যবস্থাপনায় মাতৃ-জঠরে শায়িত রয়েছি। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি এখানে আমারই সঙ্গে রয়েছেন, কিন্তু তিনি অবিকারী এবং অপরিবর্তনশীল। তিনি অসীম কিন্তু সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁকে দর্শন করা যায়। তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে, জীবাত্মা বলতে থাকে, "আমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হই।" অতএব জীবাত্মা তার স্বরূপে পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মার আশ্রিত সেবক। পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েই একই শরীরে অবস্থান করছে, যে-কথা *উপনিষদে* প্রতিপন্ন হয়েছে। তারা বন্ধুর মতো পাশাপাশি বসে রয়েছে, কিন্তু তাদের একজন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, এবং অন্য জন সমস্ত দুঃখ-কষ্টের অতীত।

এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *বিশুদ্ধমবিকারমখণ্ডবোধম্*—পরমাত্মা সর্বদাই সমস্ত কলুষের অতীত। জীব কলুষিত হয় এবং দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, কারণ তার

জড় শরীর রয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যেহেতু ভগবানও তার সঙ্গে রয়েছেন, তাই তাঁরও একটি জড় শরীর রয়েছে। তিনি *অবিকারম্*—পরিবর্তন রহিত। তিনি সর্বদাই পরম ঈশ্বর, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মায়াবাদীরা তাদের কলুষিত হৃদয়ের জন্য বুঝতে পারে না যে, জীবাত্মা থেকে পরমাত্মা ভিন্ন। এখানে বলা হয়েছে, *আতপ্যমানহৃদয়েঽবসিতম্*—তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে রয়েছেন, কিন্তু যারা অনুতপ্ত, তারা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে। জীবাত্মা তার স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার জন্য, পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা করার জন্য এবং জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করার জন্য অনুতপ্ত হয়। সে হতবুদ্ধিগ্রস্ত হয়েছে, এবং তাই সে অনুতপ্ত। তখন সে পরমাত্মাকে জানতে পারে অথবা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারে। ভগবদ্গীতায় যে-কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—বহু বহু জন্মের পর বদ্ধ জীব জানতে পারে যে, বাসুদেব হচ্ছেন মহান, তিনি হচ্ছেন প্রভু, এবং তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। জীবাত্মা হচ্ছে সেবক, এবং তাই সে ভগবানের শরণাগত হয়। তখন সে মহাত্মায় পরিণত হয়। অতএব যে ভাগ্যবান জীব তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এমন কি মাতৃ-জঠরে অবস্থান করার সময়ও, তিনি নিঃসন্দেহে মুক্তি লাভ করবেন।

শ্লোক ১৪

যঃ পঞ্চভূতরচিতে রহিতঃ শরীরে
চ্ছন্নোঽযথেন্দ্রিয়গুণার্থচিদাত্মকোঽহম্ ।
তেনাবিকুণ্ঠমহিমানমৃষিং তমেনং
বন্দে পরং প্রকৃতিপূরুষয়োঃ পুমাংসম্ ॥ ১৪ ॥

যঃ—যিনি; **পঞ্চ-ভূত**—পঞ্চ মহাভূত; **রচিতে**—নির্মিত; **রহিতঃ**—পৃথক; **শরীরে**—জড় দেহে; **ছন্নঃ**—আবৃত; **অযথা**—অনুপযুক্ত; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **গুণ**—গুণ; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **চিৎ**—অহঙ্কার; **আত্মকঃ**—সমন্বিত; **অহম্**—আমি; **তেন**—জড় শরীরের দ্বারা; **অবিকুণ্ঠ-মহিমানম্**—যাঁর মহিমা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত; **ঋষিম্**—সর্বজ্ঞ; **তম্**—সেই; **এনম্**—তাঁকে; **বন্দে**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; **পরম্**—দিব্য; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতিকে; **পূরুষয়োঃ**—জীবকে; **পুমাংসম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

আমি এই পঞ্চভূতাত্মক জড় শরীর ধারণ করার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, এবং তাই আমি প্রকৃত পক্ষে চিন্ময় হওয়া সত্ত্বেও, আমার গুণ এবং ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার হচ্ছে। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান এই প্রকার জড় শরীর রহিত, তাই তিনি জীব এবং জড়া প্রকৃতির অতীত, এবং যেহেতু তিনি সর্বদাই তাঁর চিন্ময় গুণে মহিমান্বিত, তাই আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জীব এবং পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, জীবের জড়া প্রকৃতির অধীন হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই জড়া প্রকৃতি এবং জীবের অতীত। জীব যখন জড়া প্রকৃতিতে পতিত হয়, তখন তার ইন্দ্রিয় এবং গুণ কলুষিত হয়ে যায় বা উপাধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের জড় গুণ বা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, কারণ তিনি জড়া প্রকৃতির প্রভাবের অতীত এবং বদ্ধ জীবের মতো তিনি কখনও অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হতে পারেন না। যেহেতু তিনি পূর্ণ জ্ঞানময়, তাই তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির প্রভাবের বশবর্তী নন। জড়া প্রকৃতি সর্বদাই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং তাই জড়া প্রকৃতির পক্ষে তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা কখনই সম্ভব নয়।

যেহেতু জীবের স্বরূপ অণুসদৃশ, তাই তার জড়া প্রকৃতির অধীনস্থ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু যখন সে মিথ্যা জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন সে পরমেশ্বর ভগবানের মতো চিন্ময় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। তখন আর ভগবানের সঙ্গে তার গুণগত কোন পার্থক্য থাকে না, কিন্তু যেহেতু সে এত শক্তিমান নয় যে, সে কখনও জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন হতে পারে না, তাই আয়তনগতভাবে সে ভগবান থেকে ভিন্ন।

জীবকে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত করা এবং চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত করাই হচ্ছে ভক্তির প্রক্রিয়া। সেই চিন্ময় স্তরে জীব গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক। *বেদে* বলা হয়েছে যে, জীব সর্বদাই মুক্ত। *অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ।* জীব হচ্ছে মুক্ত। তার জড় কলুষ অনিত্য, এবং তার প্রকৃত স্থিতি হচ্ছে মুক্ত অবস্থা। এই মুক্তি লাভ হয় কৃষ্ণভক্তির দ্বারা, যার শুরু হয় শরণাগতি থেকে। তাই এখানে বলা হয়েছে, "আমি পরম পুরুষ ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্লোক ১৫

যন্মায়য়োরুগুণকর্মনিবন্ধনেঽস্মিন্
সাংসারিকে পথি চরংস্তদভিশ্রমেণ ।
নষ্টস্মৃতিঃ পুনরয়ং প্রবৃণীত লোকং
যুক্ত্যা কয়া মহদনুগ্রহমন্তরেণ ॥ ১৫ ॥

যৎ—ভগবানের; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **উরু-গুণ**—মহান গুণ থেকে উদ্ভূত; **কর্ম**—কর্ম; **নিবন্ধনে**—বন্ধনের দ্বারা; **অস্মিন্**—এই; **সাংসারিকে**—জন্ম-মৃত্যুর চক্রের; **পথি**—পথে; **চরন্**—ভ্রমণ করে; **তৎ**—তার; **অভিশ্রমেণ**—মহা কষ্টে; **নষ্ট**—বিনষ্ট; **স্মৃতিঃ**—স্মরণশক্তি; **পুনঃ**—পুনরায়; **অয়ম্**—এই জীব; **প্রবৃণীত**—উপলব্ধি করতে পারে; **লোকম্**—তার প্রকৃত স্বভাব; **যুক্ত্যা কয়া**—কি উপায়ের দ্বারা; **মহৎ-অনুগ্রহম্**—ভগবানের কৃপা; **অন্তরেণ**—ব্যতীত।

অনুবাদ

মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত আত্মা প্রার্থনা করে—জীব মায়ার বশীভূত হয়ে, সংসার-চক্রে তার অস্তিত্বের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই, সে এইভাবে বদ্ধ হয়ে পড়ে। অতএব, ভগবানের কৃপা ব্যতীত, সে কিভাবে পুনরায় ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারে?

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা বলে যে, কেবল মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, জ্ঞানের দ্বারা কেউ মুক্তি লাভ করে না, মুক্তি লাভ হয় কেবল ভগবানের কৃপার দ্বারা। মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা বদ্ধ জীব যে-জ্ঞান অর্জন করে, তা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তা সর্বদাই পরমতত্ত্বের সমীপবর্তী হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বলা হয় যে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই তাঁকে অথবা তাঁর প্রকৃত রূপ, গুণ এবং নাম উপলব্ধি করতে পারে না। যারা ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ নয়, তারা বহু সহস্র বৎসর ধরে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করলেও, তাঁকে জানতে পারবে না।

কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রভাবে, পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত

হয়ে পড়ার ফলে, আমরা আমাদের স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছি। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা কেন আমরা মায়ার অধীন হয়েছি। তা *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন, "আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি, আমিই স্মৃতি দান করি এবং জ্ঞান অপহরণ করি।" বদ্ধ জীবের বিস্মৃতিও ভগবানের নির্দেশনাতেই হয়। জীব যখন জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে চায়, তখন সে তার ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করে। স্বাতন্ত্র্যের এই অপব্যবহার, যাকে বলা হয় মায়া, তা সর্বদাই রয়েছে, তা না হলে স্বাতন্ত্র্য থাকত না। স্বাতন্ত্র্য মানে হচ্ছে সঠিকভাবে অথবা বেঠিকভাবে আচরণ করার ক্ষমতা। তা নিশ্চল নয়; তা সচল। অতএব, স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার জীবের মায়াচ্ছন্ন হওয়ার কারণ।

মায়া এতই প্রবল যে, ভগবান বলেছেন, এই মায়ার প্রভাব অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তা আবার অনায়াসে করা সম্ভব, "যদি সে আমার শরণাগত হয়।" *মামেব যে প্রপদ্যন্তে*—যিনি ভগবানের শরণাগত হন, তিনি অনায়াসে মায়ার কঠোর নিয়মের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের ইচ্ছায় জীব মায়ার বশীভূত হয়, এবং কেউ যদি সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, তা সম্ভব কেবল ভগবানের কৃপার দ্বারা।

মায়াচ্ছন্ন বদ্ধ জীবের কার্যকলাপ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি বদ্ধ জীব মায়ার বশবর্তী হয়ে, নানা প্রকার কর্মে লিপ্ত হয়। আমরা এই জড় জগতে দেখতে পাই যে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য জড় সভ্যতার তথাকথিত উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বদ্ধ জীবেরা কি রকম আশ্চর্যজনকভাবে কর্ম করছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাসরূপে জানা। তিনি যখন বাস্তবিকই পূর্ণজ্ঞানে থাকেন, তখন তিনি জানতে পারেন যে, ভগবান হচ্ছেন পরম আরাধ্য বস্তু এবং জীব হচ্ছে তাঁর নিত্য দাস। এই জ্ঞান হারিয়ে সে যখন জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তাকে বলা হয় অজ্ঞান।

শ্লোক ১৬

জ্ঞানং যদেতদদধাৎকতমঃ স দেব-
স্ত্রৈকালিকং স্থিরচরেষ্বনুবর্তিতাংশঃ ।
তং জীবকর্মপদবীমনুবর্তমানা-
স্তাপত্রয়োপশমনায় বয়ং ভজেম ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **যৎ**—যা; **এতৎ**—এই; **অদধাৎ**—দিয়েছেন; **কতমঃ**—তিনি ছাড়া আর কে; **সঃ**—সেই; **দেবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ত্রৈ-কালিকম্**—কালের তিনটি অবস্থার; **স্থির-চরেষু**—স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুতে; **অনুবর্তিত**—বাস করে; **অংশঃ**—তাঁর অংশ-প্রকাশ; **তম্**—তাঁকে; **জীব**—জীবাত্মাদের; **কর্ম-পদবীম্**—সকাম কর্মের পথ; **অনুবর্তমানাঃ**—যারা অনুগমন করছে; **তাপ-ত্রয়**—ত্রিতাপ দুঃখ থেকে; **উপশমনায়**—মুক্ত হওয়ার জন্য; **বয়ম্**—আমরা; **ভজেম**—শরণাগত হতে হবে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর অংশে অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তিনি ছাড়া আর কে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুদের পরিচালনা করতে পারেন? তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ , কালের এই তিনটি অবস্থায় বিরাজ করেন। তাঁরই নির্দেশনায় বদ্ধ জীব বিভিন্ন কার্যকলাপে যুক্ত হয়, এবং বদ্ধ জীবনের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, আমাদের কেবল তাঁরই শরণাগত হতে হবে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব যখন ঐকান্তিকভাবে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে উৎসুক হয়, তখন তার হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান তাকে এই জ্ঞান প্রদান করেন—"আমার শরণাগত হও।" *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, "সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, সমস্ত জ্ঞানের উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তা *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ* । ভগবান বলেছেন, "আমার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান এবং স্মৃতি লাভ হয়, এবং বিস্মৃতিও আমার থেকেই আসে।" যিনি জড়-জাগতিক বিচারে তৃপ্ত হতে চান অথবা যিনি জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চান, ভগবান তাঁকে তাঁর সেবার কথা ভুলে যাওয়ার সুযোগ দেন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপের তথাকথিত সুখে নিমগ্ন করেন। তেমনই, কেউ যখন জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে গিয়ে নিরাশ হয়ে, ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তখন ভগবান অন্তর থেকে তাঁকে শরণাগত হওয়ার জ্ঞান প্রদান করেন, এবং তারই ফলে তিনি মুক্ত হন।

পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর প্রতিনিধি ব্যতীত কেউই এই জ্ঞান প্রদান করতে পারেন না। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে শ্রীল রূপগোস্বামীকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

উপদেশ দিয়েছেন যে, জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে করতে, জীব জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভ্রমণ করছে। কিন্তু সে যখন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হয়, তখন শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে সে দিব্য জ্ঞান লাভ করে। অর্থাৎ পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, এবং জীব যখন ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হয়, তখন ভগবান তাকে তাঁর প্রতিনিধি বা সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দেন। অন্তর থেকে এইভাবে পরিচালিত হয়ে এবং বাইরে গুরুদেবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, জীব কৃষ্ণভক্তির পন্থা প্রাপ্ত হয়, যা হচ্ছে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়।

তাই পরমেশ্বর ভগবানের আশীর্বাদ ব্যতীত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। পরম জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত না হলে, জড়া প্রকৃতিতে কঠোর জীবন সংগ্রামে জীবকে তীব্র যাতনা ভোগ করতে হয়। তাই গুরুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার মূর্ত-বিগ্রহ। বদ্ধ জীবকে প্রত্যক্ষভাবে গুরুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হতে হয়, এবং তার ফলে সে ধীরে ধীরে কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হয়। গুরুদেব বদ্ধ জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির বীজ বপন করেন, এবং গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ করার ফলে, সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়, এবং তখন তার জীবন ধন্য হয়।

শ্লোক ১৭

দেহ্যন্যদেহবিবরে জঠরাগ্নিনাসৃগ্-
বিণ্মূত্রকূপপতিতো ভৃশতপ্তদেহঃ ।
ইচ্ছন্নিতো বিবসিতুং গণয়ন্ স্বমাসান্
নির্বাস্যতে কৃপণধীর্ভগবন্ কদা নু ॥ ১৭ ॥

দেহী—দেহধারী জীব; **অন্য-দেহ**—অন্য শরীরের; **বিবরে**—উদরে; **জঠর**—পেটের; **অগ্নিনা**—অগ্নির দ্বারা; **অসৃক্**—রক্তের; **বিট্**—মল; **মূত্র**—মূত্র; **কূপ**—কূপে; **পতিতঃ**—পতিত হয়েছে; **ভৃশ**—অত্যন্ত; **তপ্ত**—উত্তপ্ত; **দেহঃ**—তার শরীর; **ইচ্ছন্**—বাসনা করে; **ইতঃ**—সেই স্থান থেকে; **বিবসিতুম্**—বাহির হওয়ার জন্য; **গণয়ন্**—গণনা করে; **স্ব-মাসান্**—তার মাস; **নির্বাস্যতে**—মুক্ত হবে; **কৃপণ-ধীঃ**—অনুদার বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তি; **ভগবন্**—হে ভগবান; **কদা**—কখন; **নু**— নিঃসন্দেহে।

অনুবাদ

তার মায়ের উদরে রক্ত, মল এবং মূত্রের কূপে পতিত হয়ে, এবং তার মায়ের জঠরাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে, দেহী জীবাত্মা সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে মাস গণনা করে, এবং প্রার্থনা করে, "হে ভগবান। এই হতভাগ্য জীব কখন এই কারাগার থেকে মুক্ত হবে?"

তাৎপর্য

এখানে মাতৃগর্ভে জীবের সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। একদিক দিয়ে শিশুটি জঠরাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে, এবং অন্য দিকে সে মল, মূত্র, রক্ত ইত্যাদির কূপে ভাসছে। সাত মাস পর শিশু যখন চেতনা লাভ করে, তখন সে দুঃসহ পরিস্থিতি অনুভব করে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। কবে তার মুক্তি হবে তার মাস গণনা করে, সেই কারাগার থেকে সে বেরিয়ে আসার জন্য অত্যন্ত আকুল হয়। তথাকথিত সভ্য মানুষ জীবনের এই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা বিচার করে না, এবং কখনও কখনও তারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা অথবা গর্ভপাতের দ্বারা সেই শিশুটিকে হত্যা করতে চায়। সেই প্রকার মানুষেরা গর্ভের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা না করে, মনুষ্য-জীবনের অপূর্ব সুন্দর সুযোগটির সম্পূর্ণ অপব্যবহার করে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে থাকে।

এই শ্লোকে *কৃপণধীঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ধী* মানে হচ্ছে 'বুদ্ধি', এবং *কৃপণ* মানে হচ্ছে 'অনুদার।' বদ্ধ জীবন তাদের জন্য, যাদের বুদ্ধিমত্তা কৃপণ অথবা যারা যথাযথভাবে তাদের বুদ্ধিমত্তার সদ্ব্যবহার করে না। মনুষ্য-জীবনে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ হয়, এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিষ্কৃতি লাভের মাধ্যমে, এই বিকশিত বুদ্ধিমত্তার সদ্ব্যবহার করতে হয়। যিনি তা করেন না, তিনি কৃপণ, ঠিক যেমন কোন কোন মানুষ বিপুল পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, তার সদ্ব্যবহার করে না, কেবল তা দেখার জন্য সঞ্চয় করে রাখে। যে-ব্যক্তি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য, তার বিকশিত মনুষ্য-বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করে না, সে একটি কৃপণ। কৃপণের ঠিক বিপরীত শব্দটি হচ্ছে উদার। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন উদার, কারণ তিনি পারমার্থিক উপলব্ধির জন্য তাঁর মানবোচিত বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করেন। তিনি জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য কৃষ্ণভক্তির প্রচার করে তাঁর বুদ্ধিমত্তার সদ্ব্যবহার করেন, এবং তাই তিনি হচ্ছেন উদার।

শ্লোক ১৮

যেনেদৃশীং গতিমসৌ দশমাস্য ঈশ
সংগ্রাহিতঃ পুরুদয়েন ভবাদৃশেন ।
স্বেনৈব তুষ্যতু কৃতেন স দীননাথঃ
কো নাম তৎপ্রতি বিনাঞ্জলিমস্য কুর্যাৎ ॥ ১৮ ॥

যেন—যাঁর দ্বারা (ভগবানের দ্বারা); **ঈদৃশীম্**—এই প্রকার; **গতিম্**—অবস্থা; **অসৌ**—সেই ব্যক্তি (আমি); **দশ-মাস্যঃ**—দশ মাস বয়স্ক; **ঈশ**—হে ভগবান; **সং গ্রাহিতঃ**—গ্রহণ করানো হয়েছে; **পুরু-দয়েন**—অত্যন্ত দয়ালু; **ভবাদৃশেন**—অতুলনীয়; **স্বেন**—নিজস্ব; **এব**—কেবল; **তুষ্যতু**—তিনি প্রসন্ন হন; **কৃতেন**—তার কার্যের দ্বারা; **সঃ**—সেই; **দীন-নাথঃ**—পতিত জীবেদের আশ্রয়; **কঃ**—কে; **নাম**—বাস্তবিক পক্ষে; **তৎ**—সেই কৃপা; **প্রতি**—বিনিময়ে; **বিনা**—ব্যতীত; **অঞ্জলিম্**—হাত জোড় করে; **অস্য**—ভগবানের; **কুর্যাৎ**—প্রতিদান দিতে পারি।

অনুবাদ

হে ভগবান। আপনার অহৈতুকী কৃপায়, যদিও আমি মাত্র দশ মাস বয়স্ক, তবুও আমার চেতনা জাগরিত হয়েছে। এই অহৈতুকী কৃপার জন্য, পতিত জীবের বন্ধু পরমেশ্বর ভগবানকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা নিবেদন করা ছাড়া, আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করার আর কোন উপায় নেই।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শরীরের ভিতর আত্মার সঙ্গে একত্রে স্থিত পরমাত্মাই বুদ্ধি এবং বিস্মৃতি প্রদান করেন। ভগবান যখন দেখেন যে, বদ্ধ জীব মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হয়েছে, তখন অন্তর থেকে পরমাত্মারূপে বুদ্ধি প্রদান করে এবং বাইরে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি গুরুদেবরূপে, অথবা পরমেশ্বর ভগবানের অবতাররূপে, তিনি নিজে *ভগবদ্গীতা* আদি শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করে তাকে সাহায্য করেন। পতিত জীবেদের উদ্ধার করে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবান সর্বদাই সুযোগের অপেক্ষা করছেন। আমাদের সব সময়ই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কারণ আমাদের নিত্য জীবনের আনন্দময় পরিস্থিতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সর্বদাই উৎকণ্ঠিত। ভগবানের এই আশীর্বাদের প্রতিদান দেওয়ার কোন

ক্ষমতা আমাদের নেই; তাই আমরা কেবল তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে পারি এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারি। গর্ভস্থ শিশুর এই প্রার্থনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে কোন নাস্তিক বলতে পারে, "মাতৃগর্ভস্থ একটি শিশুর পক্ষে এত সুন্দরভাবে প্রার্থনা করা কি সম্ভব?" ভগবানের কৃপায় সব কিছুই সম্ভব। বাহ্যিক দৃষ্টিতে শিশুটিকে এই রকম একটি সঙ্কটজনক অবস্থায় ফেলা হয়েছে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে সে সেই একই চিন্ময় আত্মা, এবং সেখানে ভগবানও তার সঙ্গে রয়েছেন। ভগবানের চিন্ময় শক্তির প্রভাবে সব কিছুই সম্ভব।

শ্লোক ১৯

পশ্যত্যয়ং ধিষণয়া ননু সপ্তবধ্রিঃ
শারীরকে দমশরীর্যপরঃ স্বদেহে ।
যৎসৃষ্টয়াসং তমহং পুরুষং পুরাণং
পশ্যে বহির্হৃদি চ চৈত্যমিব প্রতীতম্ ॥ ১৯ ॥

পশ্যতি—দেখে; **অয়ম্**—এই জীব; **ধিষণয়া**—বুদ্ধিমত্তা সহকারে; **ননু**—কেবল; **সপ্ত-বধ্রিঃ**—সাতটি জড় আবরণের দ্বারা বদ্ধ; **শারীরকে**—সুখদায়ক এবং দুঃখদায়ক ইন্দ্রিয়ানুভূতি; **দম-শরীরী**—আত্ম-সংযমের জন্য দেহ ধারণকারী; **অপরঃ**—অন্য; **স্ব-দেহে**—তার দেহে; **যৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **সৃষ্টয়া**—প্রদত্ত; **আসম্**—ছিল; **তম্**—তাঁকে; **অহম্**—আমি; **পুরুষম্**—পুরুষকে; **পুরাণম্**—প্রাচীনতম; **পশ্যে**—দেখি; **বহিঃ**—বাইরে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **চ**—এবং; **চৈত্যম্**—অহঙ্কারের উৎস; **ইব**—বাস্তবিক পক্ষে; **প্রতীতম্**—প্রতীয়মান।

অনুবাদ

অন্য প্রকার শরীরে জীব কেবল তার সহজাত প্রবৃত্তিই অনুভব করে, সে তার সেই বিশেষ শরীরের সুখকর এবং দুঃখদায়ক ইন্দ্রিয় অনুভূতিই কেবল অনুভব করে। কিন্তু আমি এমন একটি শরীর পেয়েছি, যাতে আমি আমার ইন্দ্রিয় দমন করে আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পারি; তাই আমি পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর আশীর্বাদে আমি এই দেহ লাভ করেছি এবং যাঁর কৃপায় আমি অন্তরে এবং বাইরে তাঁকে দর্শন করতে পারি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন প্রকার শরীরের বিবর্তন অনেকটা একটি ফুলের ধীরে ধীরে বিকশিত হওয়ার মতো। একটি ফুলের যেমন বিকাশের বিভিন্ন স্তর রয়েছে—মুকুলের স্তর, বিকশিত স্তর এবং সৌরভ ও সৌন্দর্য নিয়ে পূর্ণ বিকশিত স্তর—তেমনই চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে জীবের ধীরে ধীরে বিবর্তন হয়, এবং নিম্ন যোনি থেকে উচ্চতর যোনিতে ধারাবাহিকভাবে ক্রমোন্নতি হয়। মনুষ্য জীবন হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের জীবন, কেননা সেই জীবনে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেতনা লাভ হয়। মাতৃগর্ভস্থ ভাগ্যবান শিশুটি তার উন্নত স্থিতি উপলব্ধি করেছে এবং তার ফলে তার অবস্থা অন্যান্য দেহ থেকে স্বতন্ত্র। মনুষ্যেতর শরীর-সমন্বিত পশুরা কেবল তাদের দেহের সুখ এবং দুঃখই অনুভব করে; তাদের দেহের আবশ্যকতার অতিরিক্ত কিছু তারা চিন্তা করতে পারে না—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন নিয়েই তাদের জীবন। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে ভগবানের কৃপায় চেতনা এতই বিকশিত যে, মানুষ তার অসাধারণ স্থিতির মূল্যায়ন করতে পারে এবং তার ফলে সে নিজের আত্মাকে এবং পরম আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে।

দমশরীরী মানে হচ্ছে আমাদের এমন একটি শরীর রয়েছে, যাতে আমরা ইন্দ্রিয় এবং মনকে সংযত করতে পারি। জড়-জাগতিক জীবনে সমস্ত জটিলতার কারণ হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত মন এবং ইন্দ্রিয়। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত যে, তিনি তাদের এত সুন্দর একটি শরীর দান করেছেন, এবং সেই শরীরটির যথাযথ সদ্ব্যবহার করা উচিত। একটি পশু এবং একটি মানুষের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, পশু নিজেকে সংযত করতে পারে না এবং তার কোন শালীনতা-বোধ নেই, কিন্তু মানুষের শালীনতা-বোধ রয়েছে এবং নিজেকে সংযত করার ক্ষমতা রয়েছে। মনুষ্য-জীবনে যদি সংযমের এই ক্ষমতা প্রদর্শন না করা হয়, তা হলে সে একটি পশুরই সমান। ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা, অথবা যোগ-পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণের দ্বারা, মানুষ নিজেকে, পরমাত্মাকে, সমগ্র জগৎকে এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হতে পারে; ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা সব কিছুই সম্ভব। তা না হলে, আমরা একটি পশুরই সমান।

ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা যথার্থ আত্ম-উপলব্ধির কথা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান এবং নিজের আত্মাকে দর্শন করতে চেষ্টা করা উচিত। নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের সমান বলে মনে করা আত্ম-উপলব্ধি নয়। এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন *অনাদি* বা *পুরাণ* এবং তাঁর অন্য কোন কারণ নেই। জীবের জন্ম হয়েছে সেই পরমেশ্বর ভগবান থেকে

তাঁর বিভিন্ন অংশরূপে। *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ*—পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের কোন কারণ নেই। তিনি অজ। কিন্তু জীব তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *মমৈবাংশঃ*—জীব এবং পরমেশ্বর ভগবান উভয়েই অজ, কিন্তু বুঝতে হবে যে, বিভিন্ন অংশের পরম কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *ব্রহ্মসংহিতায়* তাই বলা হয়েছে যে, সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের থেকে এসেছে *(সর্বকারণকারণম্)*। *বেদান্ত-সূত্রেও* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—পরমতত্ত্ব হচ্ছেন সকলের জন্মের আদি উৎস। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ*—"আমি সব কিছুর জন্মের উৎস, এমন কি ব্রহ্মা, শিব এবং অন্য সমস্ত জীবেরও।" এটিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। মানুষের জানা উচিত যে, সে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং কখনও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বলে মনে করা উচিত নয়। তা না হলে, কেন তাকে বদ্ধ জীবনে রাখা হয়েছে?

শ্লোক ২০

সোঽহং বসন্নপি বিভো বহুদুঃখবাসং
গর্ভান্ন নির্জিগমিষে বহিরন্ধকূপে ।
যত্রোপযাতমুপসর্পতি দেবমায়া
মিথ্যামতির্যদনু সংসৃতিচক্রমেতৎ ॥ ২০ ॥

সঃ অহম্—আমি স্বয়ং; **বসন্**—বাস করে; **অপি**—যদিও; **বিভো**—হে ভগবান; **বহু-দুঃখ**—বহু প্রকার দুঃখের দ্বারা; **বাসম্**—অবস্থায়; **গর্ভাৎ**—উদর থেকে; **ন**—না; **নির্জিগমিষে**—নির্গত হতে চাই; **বহিঃ**—বাইরে; **অন্ধ-কূপে**—অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপে; **যত্র**—যেখানে; **উপযাতম্**—যে সেখানে যায়; **উপসর্পতি**—বন্দি করে; **দেব-মায়া**—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি; **মিথ্যা**—মিথ্যা; **মতিঃ**—পরিচিতি; **যৎ**—যে মায়া; **অনু**—অনুসারে; **সংসৃতি**—নিরন্তর জন্ম এবং মৃত্যু; **চক্রম্**—চক্র; **এতৎ**—এই।

অনুবাদ

অতএব, হে প্রভু! যদিও আমি একটি ভয়ঙ্কর অবস্থায় বাস করছি, তবুও জড়-জাগতিক জীবনের অন্ধকূপে পুনরায় পতিত হওয়ার জন্য, আমি আমার মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত হতে চাই না। আপনার বহিরঙ্গা প্রকৃতি দৈবীমায়া তৎক্ষণাৎ নবজাত

শিশুকে আচ্ছন্ন করবে, এবং সে তৎক্ষণাৎ মিথ্যা পরিচিতির দ্বারা প্রভাবিত হবে, যা থেকে নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়ার সূচনা হয়।

তাৎপর্য

শিশু যতক্ষণ মাতৃগর্ভে থাকে, ততক্ষণ সে অত্যন্ত সঙ্কটজনক এবং ভয়ঙ্কর অবস্থায় থাকে, কিন্তু তার লাভ এই হয় যে, সে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের শুদ্ধ চেতনা জাগরিত করে এবং তার উদ্ধারের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু জন্ম গ্রহণের সময়, সে যখন মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন মায়ার প্রভাব এত প্রবল হয় যে, সে তৎক্ষণাৎ তার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে তার দেহকে তার প্রকৃত স্বরূপ বলে বিবেচনা করতে শুরু করে। মায়া মানে হচ্ছে 'অলীক', অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে যার অস্তিত্ব নেই। জড় জগতে সকলেই তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। "আমি এই শরীর", মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা মাত্রই শিশুটির এই অহঙ্কারাচ্ছন্ন চেতনার উদয় হয়। মা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা শিশুটির প্রতীক্ষা করে, এবং তার জন্ম হওয়া মাত্রই, মা তাকে দুধ খাওয়ায়, এবং অন্য সকলে তার দেখাশোনা করে। জীব শীঘ্রই তার প্রকৃত স্থিতি ভুলে যায় এবং দেহের সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমগ্র জড় জগৎ হচ্ছে এই দেহাত্ম-বুদ্ধির বন্ধন। প্রকৃত জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে, "আমি এই দেহ নই। আমি পরমেশ্বর ভগবানের শাশ্বত বিভিন্ন অংশ, আমি চিন্ময় আত্মা," এই চেতনা বিকশিত করা। প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে ত্যাগ, অথবা এই দেহকে নিজের স্বরূপ বলে স্বীকার না করা।

মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে জীব তার জন্মের পরেই সব কিছু ভুলে যায়। তাই শিশুটি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে যে, সে মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে না এসে, বরং সেখানেই থাকবে। কথিত আছে যে, শুকদেব গোস্বামী এই কথা বিবেচনা করে ষোল বছর তাঁর মাতার গর্ভে ছিলেন; তিনি মিথ্যা দেহাত্ম-বুদ্ধির বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাননি। মাতৃগর্ভে এই জ্ঞানের অনুশীলন করে, ষোল বছর পর সেখান থেকে বেরিয়ে আসা মাত্রই, তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহ ত্যাগ করেছিলেন, যাতে তিনি মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে না পড়েন। *ভগবদ্গীতাতেও* মায়ার প্রভাব বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে *দুরত্যয়া* । কিন্তু কৃষ্ণভাবনার অমৃতের দ্বারা, দুরতিক্রম্য মায়াকে অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে* । যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে শরণাগত হন, তিনি জীবনের এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারেন। মায়ার প্রভাবেই কেবল জীব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যায়, এবং তার দেহকে তার প্রকৃত স্বরূপ বলে

মনে করে এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত পত্নী, সন্তান, সমাজ, বন্ধু এবং প্রেমের পরিচয়ের মাধ্যমে নিজের পরিচয় খোঁজে। এইভাবে সে মায়ার মোহময়ী প্রভাবের স্বীকার হয়, এবং সংসার চক্রে তার জড়-জাগতিক জীবনের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।

শ্লোক ২১

তস্মাদহং বিগতবিক্লব উদ্ধরিষ্য
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব ।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং
মা মে ভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ ॥ ২১ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **অহম্**—আমি; **বিগত**—বিগত; **বিক্লবঃ**—ব্যাকুলতা; **উদ্ধরিষ্যে**—উদ্ধার করব; **আত্মানম্**—নিজেকে; **আশু**—শীঘ্রই; **তমসঃ**—অন্ধকার থেকে; **সুহৃদা আত্মনা**—মিত্ররূপী বুদ্ধির দ্বারা; **এব**—বাস্তবিক পক্ষে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **যথা**—যাতে; **ব্যসনম্**—দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা; **এতৎ**—এই; **অনেক-রন্ধ্রম্**—বহু গর্ভে প্রবেশ করে; **মা**—না; **মে**—আমার; **ভবিষ্যৎ**—হতে পারে; **উপসাদিত**—স্থাপিত (আমার মনে); **বিষ্ণু-পাদঃ**—ভগবান বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

অতএব, আর ব্যাকুল না হয়ে, আমি আমার বন্ধুরূপী নির্মল চেতনার সাহায্যে, অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে নিজেকে উদ্ধার করব। কেবল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম আমার মনের মধ্যে ধারণ করে, বার বার জন্ম এবং মৃত্যুর জন্য অনেক মাতার গর্ভে প্রবেশ করা থেকে নিজেকে উদ্ধার করব।

তাৎপর্য

জীবের সংসার যাতনা সেই দিন থেকে শুরু হয়, আত্মা যখন মাতা ও পিতার ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুর আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর এবং তার পরেও তা চলতে থাকে। এই কষ্টের সমাপ্তি যে কখন হয়, তা আমরা জানি না। তবে দেহের পরিবর্তনের ফলে তার সমাপ্তি হয় না। প্রতিক্ষণ দেহের পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে আরামদায়ক অবস্থায় আমাদের জীবনের উন্নতি হচ্ছে। তাই সব চাইতে শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির বিকাশ সাধন করা। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে,

উপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ । অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির উপলব্ধি। ভগবানের কৃপায় যিনি বুদ্ধিমান, এবং কৃষ্ণভক্তি বিকশিত করেছেন, তার জীবন সার্থক, কারণ কেবল মাত্র কৃষ্ণভক্তিতে স্থিত হওয়ার ফলে তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করবেন।

শিশু প্রার্থনা করে যে, মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে, আবার মায়ার শিকার হওয়ার থেকে, অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভে অবস্থান করে নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হওয়া অনেক ভাল। এই মায়া গর্ভের ভিতরে এবং বাইরে সমানভাবে কার্য করে, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, যদি কৃষ্ণভক্তি করা যায়, তা হলে তার প্রভাব ততটা খারাপ হয় না। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, মানুষের বুদ্ধি তার বন্ধু, আবার সেই বুদ্ধিই তার শত্রুও হতে পারে। এখানেও সেই একই ধারণার পুনরাবৃত্তি হয়েছে, *সুহৃদাত্মনৈব*—মিত্রবৎ বুদ্ধি । কৃষ্ণের সেবায় এবং পূর্ণ কৃষ্ণচেতনায় বুদ্ধিকে মগ্ন রাখলে, তা আত্ম-উপলব্ধি এবং মুক্তির পথ হয়। অনর্থক ক্ষুব্ধ না হয়ে, আমরা যদি নিরন্তর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করার দ্বারা কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করি, তা হলে সংসারচক্র চিরতরে রোধ করা যায়।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করার আবশ্যক সামগ্রী বিনা, শিশু কিভাবে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করল? ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজার জন্য কোন সামগ্রীর আবশ্যকতা হয় না। মাতার গর্ভেই শিশু থাকতে চায় এবং সেই সঙ্গে মায়ার বন্ধন থেকেও মুক্ত হতে চায়। কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের জন্য কোন ভৌতিক আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। যে-কোন স্থানেই কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করা যায়, যদি তিনি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র মাতার গর্ভেও কীর্তন করা যায়। নিদ্রিত অবস্থায়, কাজ করার সময়, মাতৃগর্ভে বন্দি অবস্থায় অথবা বাইরে—সর্বত্রই কীর্তন করা যায়। কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণভক্তি রোধ করা যায় না। শিশুর প্রার্থনার মূল বক্তব্য হচ্ছে—"যদিও আমার এই অবস্থাটি অত্যন্ত কষ্টকর, তবুও আমাকে এই অবস্থাতেই থাকতে দিন, বাইরে গিয়ে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার থেকে এইটি অনেক ভাল।"

শ্লোক ২২

কপিল উবাচ

এবং কৃতমতির্গর্ভে দশমাস্যঃ স্তুবন্নৃষিঃ ।
সদ্যঃ ক্ষিপত্যবাচীনং প্রসূত্যৈ সূতিমারুতঃ ॥ ২২ ॥

কপিলঃ উবাচ—ভগবান কপিলদেব বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **কৃত-মতিঃ**—বাসনা করে; **গর্ভে**—গর্ভে; **দশ-মাস্যঃ**—দশ মাস বয়স্ক; **স্তুবন্**—বন্দনা করে; **ঋষিঃ**—জীব; **সদ্যঃ**—সেই সময়; **ক্ষিপতি**—প্রেরণ করে; **অবাচীনম্**—অধোমুখ; **প্রসূত্যৈ**—জন্মের জন্য; **সূতি-মারুতঃ**—প্রসব বায়ু।

অনুবাদ

ভগবান কপিলদেব বললেন—গর্ভে অবস্থান কালে, দশ মাস বয়স্ক গর্ভস্থ জীব এইভাবে বাসনা করে। কিন্তু যখন সে এইভাবে ভগবানের স্তব করে, তখন প্রসবের কারণীভূত বায়ু তাকে অধোমুখী করে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য প্রেরণ করে।

শ্লোক ২৩

তেনাবসৃষ্টঃ সহসা কৃত্বাবাক্ শির আতুরঃ ।
বিনিষ্ক্রামতি কৃচ্ছ্রেণ নিরুচ্ছ্বাসো হতস্মৃতিঃ ॥ ২৩ ॥

তেন—সেই বায়ুর দ্বারা; **অবসৃষ্টঃ**—অধোমুখে প্রক্ষিপ্ত হয়ে; **সহসা**—অকস্মাৎ; **কৃত্বা**—করে; **অবাক্**—অধোমুখী; **শিরঃ**—তার মস্তক; **আতুরঃ**—কষ্ট পেয়ে; **বিনিষ্ক্রামতি**—বেরিয়ে আসে; **কৃচ্ছ্রেণ**—অতি কষ্টে; **নিরুচ্ছ্বাসঃ**—শ্বাস রুদ্ধ; **হত**—বিনষ্ট; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি।

অনুবাদ

অকস্মাৎ সেই বায়ুর দ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয়ে এবং অধোমস্তক হয়ে, অতি কষ্টে সেই শিশু বেরিয়ে আসে, সেই সময় অসহ্য বেদনায় তার শ্বাস রুদ্ধ হয় এবং স্মৃতি বিলুপ্ত হয়।

তাৎপর্য

কৃচ্ছ্রেণ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অতি কষ্টে।' শিশু যখন সংকীর্ণ পথ দিয়ে গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন প্রচণ্ড চাপে তার শ্বাস পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়, এবং বেদনায় তার স্মৃতি লুপ্ত হয়ে যায়। কখনও কখনও এত কষ্ট হয় যে, শিশুর মৃত্যু হয় অথবা মৃতপ্রায় অবস্থায় তার জন্ম হয়। জন্ম-যন্ত্রণা যে কেমন তা অনুমান করা যায়। শিশু দশ মাস গর্ভে এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অবস্থায় থাকে, এবং দশ মাসের পর, তাকে বলপূর্বক বের করে দেওয়া হয়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান

বলেছেন যে, যাঁরা পারমার্থিক চেতনায় উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের কর্তব্য নিরন্তর জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির চার প্রকার কষ্টের কথা বিবেচনা করা। জড়বাদীরা নানাভাবে উন্নতি সাধন করছে ঠিকই, কিন্তু তারা জড়-জাগতিক অস্তিত্বের এই চার প্রকার ক্লেশের নিবৃত্তি সাধন করতে অক্ষম।

শ্লোক ২৪

পতিতো ভুব্যসৃঙ্মিশ্রঃ বিষ্ঠাভূরিব চেষ্টতে ।
রোরূয়তি গতে জ্ঞানে বিপরীতাং গতিং গতঃ ॥ ২৪ ॥

পতিতঃ—পতিত; **ভুবি**—পৃথিবীর উপর; **অসৃক্**—রক্তের দ্বারা; **মিশ্রঃ**—মিশ্রিত; **বিষ্ঠা-ভূঃ**—কৃমি; **ইব**—মতো; **চেষ্টতে**—তার অঙ্গ সঞ্চালন করে; **রোরূয়তি**—উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে; **গতে**—হারাবার ফলে; **জ্ঞানে**—জ্ঞান; **বিপরীতাম্**—বিপরীত; **গতিম্**—অবস্থা; **গতঃ**—যায়।

অনুবাদ

শিশু রক্তাক্ত কলেবরে ভূমিতে পতিত হয়ে, বিষ্ঠাজাত কৃমির মতো অঙ্গ সঞ্চালন করতে থাকে। সে তার উচ্চতর জ্ঞান হারিয়ে, মায়ার প্রভাবে ক্রন্দন করতে থাকে।

শ্লোক ২৫

পরচ্ছন্দং ন বিদুষা পুষ্যমাণো জনেন সঃ ।
অনভিপ্রেতমাপন্নঃ প্রত্যাখ্যাতুমনীশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

পর-ছন্দম্—অন্যের বাসনা; **ন**—না; **বিদুষা**—বুঝে; **পুষ্যমাণঃ**—পালিত হয়ে; **জনেন**—ব্যক্তিদের দ্বারা; **সঃ**—সে; **অনভিপ্রেতম্**—অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে; **আপন্নঃ**—পতিত; **প্রত্যাখ্যাতুম্**—প্রত্যাখ্যান করার জন্য; **অনীশ্বরঃ**—অসমর্থ।

অনুবাদ

গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর, শিশু প্রতিপালিত হয় সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা, যারা বুঝতে পারে না সে কি চায় তাকে যা দেওয়া হয় তা প্রত্যাখ্যান করতে অসমর্থ হয়ে, সে এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে পতিত হয়।

তাৎপর্য

মাতৃগর্ভে শিশুর পুষ্টিসাধন প্রকৃতির ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন হচ্ছিল। যদিও গর্ভাভ্যন্তরের পরিবেশ মোটেই অনুকূল ছিল না, তবুও অনন্ত শিশুর আহারের ব্যবস্থা প্রকৃতির নিয়মে যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছিল, কিন্তু গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর, শিশুকে একটি ভিন্ন পরিবেশে পড়তে হয়। সে খেতে চায় একটা জিনিস, কিন্তু তাকে দেওয়া হয় অন্য আর একটা জিনিস, কারণ কেউই বুঝতে পারে না প্রকৃত পক্ষে সে কি চায়, এবং যখন কোন অবাঞ্ছিত বস্তু তাকে দেওয়া হয়, তখন সে প্রত্যাখ্যানও করতে পারে না। শিশু কখনও মায়ের স্তনের জন্য কাঁদে, কিন্তু ধাত্রী মনে করে যে, সে হয়তো পেটের ব্যথায় কাঁদছে, তাই সে তাকে কোন তিক্ত ওষুধ দেয়। শিশু তা চায় না, কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যানও করতে পারে না। এইভাবে তাকে একটি অত্যন্ত অপ্রীতিকর পরিবেশে এসে পড়তে হয় এবং তার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ চলতে থাকে।

শ্লোক ২৬

শায়িতোঽশুচিপর্যঙ্কে জন্তুঃ স্বেদজদূষিতে ।
নেশঃ কণ্ডূয়নেঽঙ্গানামাসনোত্থানচেষ্টনে ॥ ২৬ ॥

শায়িতঃ—শয়ান; **অশুচি-পর্যঙ্কে**—একটি ময়লা পালঙ্কে; **জন্তুঃ**—শিশু; **স্বেদ-জ**—স্বেদ থেকে উৎপন্ন প্রাণী; **দূষিতে**—পূর্ণ; **ন ঈশঃ**—অসমর্থ; **কণ্ডূয়নে**—চুলকানি; **অঙ্গানাম্**—তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; **আসন**—উপবিষ্ট অবস্থায়; **উত্থান**—দণ্ডায়মান অবস্থায়; **চেষ্টনে**—অথবা চলার সময়।

অনুবাদ

স্বেদজাত কীটসমূহে পূর্ণ ময়লা বিছানায় শায়িত সেই দুর্ভাগা শিশুটি চুলকানি থেকে আরাম পাওয়ার জন্য তার অঙ্গ চুলকাতে পারে না, তার উঠে বসা, দাঁড়ানো অথবা চলাফেরা করা তো দূরের কথা।

তাৎপর্য

এখানে দ্রষ্টব্য যে, কষ্টে ক্রন্দন করতে করতে শিশুটির জন্ম হয়েছিল। জন্মের পরও সেই কষ্টভোগ চলতে থাকে, এবং সে ক্রন্দন করে। যেহেতু তার মল-মূত্রের দ্বারা দূষিত নোংরা বিছানায় কীটসমূহের দ্বারা সে উত্ত্যক্ত হয়, তাই সে ক্রন্দন করতে থাকে। তার কষ্ট লাঘবের জন্য সে কিছুই করতে পারে না।

শ্লোক ২৭

তুদন্ত্যামত্বচং দংশা মশকা মৎকুণাদয়ঃ ।
রুদন্তং বিগতজ্ঞানং কৃময়ঃ কৃমিকং যথা ॥ ২৭ ॥

তুদন্তি—কামড়ায়; আম-ত্বচম্—কোমল ত্বক-বিশিষ্ট শিশুটিকে; দংশাঃ—ডাঁশ-মশা; মশকাঃ—মশা; মৎকুণ—ছারপোকা; আদয়ঃ—ইত্যাদি অন্য প্রাণী; রুদন্তম্—ক্রন্দন করতে করতে; বিগত—বঞ্চিত; জ্ঞানম্—জ্ঞান; কৃময়ঃ—কৃমি; কৃমিকম্—কৃমিকে; যথা—যেমন।

অনুবাদ

অত্যন্ত কোমল ত্বক-বিশিষ্ট সেই শিশুটিকে তার অসহায় অবস্থায় ডাঁশ, মশা, ছারপোকা ইত্যাদি কামড়াতে থাকে, ঠিক যেমন ছোট কৃমি বড় কৃমিকে দংশন করে। বিগতজ্ঞান শিশুটি তখন উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে থাকে।

তাৎপর্য

বিগতজ্ঞানম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, গর্ভাবস্থায় শিশুটির যে দিব্য জ্ঞান বিকশিত হয়েছিল, তা মায়ার প্রভাবে ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। বিভিন্ন প্রকার উপদ্রবের ফলে এবং গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার ফলে, শিশুটি আর স্মরণ করতে পারে না, সে তার মুক্তির জন্য কি চিন্তা করেছিল। ধরে নেওয়া হয় যে, কেউ যদি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য কোন জ্ঞান অর্জন করে থাকে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে, সে তা ভুলে যেতে পারে। কেবল শিশুরাই নয়, বয়স্ক ব্যক্তিদেরও তাদের কৃষ্ণভক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হওয়া উচিত, এবং সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি বর্জন করা উচিত, যাতে তারা তাদের মুখ্য কর্তব্য ভুলে না যায়।

শ্লোক ২৮

ইত্যেবং শৈশবং ভুক্ত্বা দুঃখং পৌগণ্ডমেব চ ।
অলব্ধাভীপ্সিতোঽজ্ঞানাদিদ্ধমন্যুঃ শুচার্পিতঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি এবম্—এইভাবে; শৈশবম্—শৈশব; ভুক্ত্বা—ভোগ করে; দুঃখম্—দুঃখ; পৌগণ্ডম্—বাল্যাবস্থা; এব—এমন কি; চ—এবং; অলব্ধ—প্রাপ্ত না হয়ে; অভীপ্সিতঃ—অভিলাষ; অজ্ঞানাৎ—অজ্ঞানের ফলে; ইদ্ধ—প্রজ্বলিত; মন্যুঃ—ক্রোধ; শুচা—শোকের দ্বারা; অর্পিতঃ—অভিভূত।

অনুবাদ

এইভাবে শিশুটি নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, তার শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে বাল্যাবস্থায় পদার্পণ করে। বাল্যাবস্থায়ও সে অপ্রাপ্য বস্তুর বাসনা করে, এবং তা না পেয়ে সে দুঃখ অনুভব করে। এবং এইভাবে অজ্ঞানতাবশত, সে ক্রুদ্ধ এবং দুঃখিত হয়।

তাৎপর্য

জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত অবস্থাকে বলা শৈশব। পাঁচ বছর পর থেকে পনের বছর পর্যন্ত অবস্থাকে বলা হয় পৌগণ্ড। ষোল বছর বয়সে যৌবন শুরু হয়। শৈশব অবস্থার দুঃখ-দুর্দশার কথা ইতিমধ্যেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কিন্তু বাল্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর, তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়, যা তার একেবারে ভাল লাগে না। সে খেলতে চায়, কিন্তু তাকে জোর করে স্কুলে যেতে, পড়াশুনা করতে এবং পরীক্ষায় পাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। আর এক প্রকার ক্লেশ হচ্ছে যে, সে এমন কোন বস্তু চায়, যা নিয়ে সে খেলা করতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে, সে যা চায়, তা সে নাও পেতে পারে, এবং তার ফলে সে মর্মাহত হয় এবং বেদনা অনুভব করে। এক কথায় বলা যায় যে, সে তার শৈশবে যেমন অসুখী ছিল, বাল্যাবস্থায়ও তেমনই অসুখী থাকে, অতএব যৌবন সম্বন্ধে আর কি বলার আছে। বালকেরা খেলার জন্য কত কৃত্রিম দাবি প্রস্তুত করে, এবং যখন তারা সন্তুষ্ট হয় না, তখন তারা রাগে ফেটে পড়ে এবং তার পরিণামে দুঃখভোগ করে।

শ্লোক ২৯

সহ দেহেন মানেন বর্ধমানেন মন্যুনা ।
করোতি বিগ্রহং কামী কামিষ্বন্তায় চাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥

সহ—সঙ্গে; **দেহেন**—শরীর; **মানেন**—অভিমান; **বর্ধমানেন**—বর্ধিত হয়ে; **মন্যুনা**—ক্রোধের ফলে; **করোতি**—সে সৃষ্টি করে; **বিগ্রহম্**—শত্রুতা; **কামী**—কামুক ব্যক্তি; **কামিষু**—অন্যান্য কামুক ব্যক্তিদের প্রতি; **অন্তায়**—বিনাশ করার জন্য; **চ**—এবং; **আত্মনঃ**—তার আত্মার।

অনুবাদ

দেহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আত্মার বিনাশের জন্য, জীব তার অভিমান এবং ক্রোধ বর্ধিত করতে থাকে এবং তার ফলে তারই মতো অন্যান্য কামুক ব্যক্তিদের সঙ্গে তার শত্রুতার সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের ষট্‌ত্রিংশতি শ্লোকে অর্জুন কৃষ্ণকে জীবের কাম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, জীব শাশ্বত, এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক হওয়া সত্ত্বেও, কেন সে ভবসাগরে পতিত হয় এবং মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে নানা রকম পাপ কর্ম করে। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, কামের প্রভাবেই জীব তার অতি উচ্চ পদ থেকে অত্যন্ত জঘন্য জড়-জাগতিক অস্তিত্বে অধঃপতিত হয়। এই কাম ক্রোধে পরিণত হয়। কাম এবং ক্রোধ উভয়ই রজোগুণের অন্তর্গত। প্রকৃত পক্ষে রজোগুণ থেকে কাম উৎপন্ন হয়, এবং কামের অতৃপ্তিতে তা তমোগুণের স্তরে ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। অবিদ্যা যখন আত্মাকে আচ্ছাদিত করে, তখন তা জীবনের নারকীয় পরিস্থিতিতে সব চাইতে জঘন্য অবস্থায় অধঃপতনের কারণ হয়।

নারকীয় জীবন থেকে চিন্ময় উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে হলে, এই কামকে কৃষ্ণপ্রেমে রূপান্তরিত করতে হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন মহান আচার্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, *কাম কৃষ্ণকর্মার্পণে*—কামের বশবর্তী হয়ে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য কত কিছু চাই, কিন্তু সেই কামকে বিশুদ্ধ করা যায়, যাতে আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব কিছু আকাঙ্ক্ষা করি। নাস্তিক বা ভগবৎ-বিদ্বেষী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ক্রোধকেও ব্যবহার করা যায়। আমরা যেহেতু আমাদের কাম এবং ক্রোধের জন্য এই সংসারে পতিত হয়েছি, সেই দুইটি গুণকে কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, পুনরায় আমাদের শুদ্ধ চিন্ময় স্তরে আমরা উন্নীত হতে পারি। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই উপদেশ দিয়েছেন, যেহেতু এই জড় জগতে আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য অনেক বস্তু রয়েছে, এবং দেহ ধারণের জন্য যেগুলির প্রয়োজন, তাই আমাদের কর্তব্য অনাসক্তভাবে সেইগুলি শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা; সেটিই হচ্ছে প্রকৃত বৈরাগ্য।

শ্লোক ৩০

ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধে দেহে দেহ্যবুধোঽসকৃৎ ।
অহংমমেত্যসদ্‌গ্রাহঃ করোতি কুমতির্মতিম্ ॥ ৩০ ॥

ভূতৈঃ—জড় উপাদানের দ্বারা; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচ; **আরব্ধে**—নির্মিত; **দেহে**—শরীরে; **দেহী**—জীব; **অবুধঃ**—অজ্ঞান; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **অহম্**—আমি; **মম**—আমার; **ইতি**—এইভাবে; **অসৎ**—অনিত্য বস্তু; **গ্রাহঃ**—গ্রহণ করে; **করোতি**—করে; **কু-মতিঃ**—মূর্খ হওয়ার ফলে; **মতিম্**—চিন্তা।

অনুবাদ

এই প্রকার অজ্ঞানের ফলে, জীব পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। এই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে, সে সমস্ত অনিত্য বস্তুকে 'আমার' বলে মনে করে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে তার অজ্ঞান বৃদ্ধি করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অজ্ঞানের বিস্তার সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম অজ্ঞান হচ্ছে পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত জড় দেহটিকে 'আমি' বলে মনে করা, এবং দ্বিতীয় অজ্ঞান হচ্ছে দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুকে 'আমার' বলে মনে করা। এইভাবে অজ্ঞানের বিস্তার হয়। জীব নিত্য, কিন্তু অনিত্য বস্তুকে স্বীকার করে তার প্রকৃত স্বার্থ বিস্মৃত হওয়ার ফলে, সে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে, এবং তাই সে জড়-জাগতিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে।

শ্লোক ৩১

তদর্থং কুরুতে কর্ম যদ্বদ্ধো যাতি সংসৃতিম্ ।
যোঽনুযাতি দদৎক্লেশমবিদ্যাকর্মবন্ধনঃ ॥ ৩১ ॥

তৎ-অর্থম্—তার দেহের জন্য; **কুরুতে**—অনুষ্ঠান করে; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **যৎ-বদ্ধঃ**—যার দ্বারা বদ্ধ হয়ে; **যাতি**—যায়; **সংসৃতিম্**—জন্ম-মৃত্যুর চক্রে; **যঃ**—যে শরীর; **অনুযাতি**—অনুসরণ করে; **দদৎ**—দেয়; **ক্লেশম্**—ক্লেশ; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানের দ্বারা; **কর্ম**—সকাম কর্মের দ্বারা; **বন্ধনঃ**—বন্ধনের কারণ।

অনুবাদ

জীবের যে দেহটি তার নিরন্তর ক্লেশের কারণ, এবং অজ্ঞান ও সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে যা তার অনুগমন করে, সেই দেহটির জন্য সে নানা রকম কর্ম করে, যা তার নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হওয়ার কারণ হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, যজ্ঞ বা বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্য ব্যতীত যে কর্ম, তা বন্ধনের কারণ হয়। বদ্ধ অবস্থায় জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে, তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, এবং তার দেহের স্বার্থে কর্ম করে। দেহকে সে তার স্বরূপ বলে মনে করে, দেহের বিস্তারকে তার আত্মীয়-স্বজন বলে মনে করে, এবং যে স্থানটিতে তার দেহের জন্ম হয়েছে, সেই স্থানটিকে আরাধ্য বলে মনে করে। এইভাবে সে নানা রকম ভ্রান্ত কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করে, যার ফলে সে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হয়।

আধুনিক সভ্যতায় দেহাত্ম-বুদ্ধির বশে, তথাকথিত সামাজিক, জাতীয় এবং সরকারি নেতারা মানুষকে অধিক থেকে অধিকতর বিপথগামী করছে, এবং তার ফলে সমস্ত নেতারা তাদের অনুগামী সহ জন্ম-মৃত্যুর নারকীয় অবস্থায় পতিত হচ্ছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* সেই সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে—*অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাঃ*—যখন কোন অন্ধ অন্য সমস্ত অন্ধদের পথ প্রদর্শন করে, তখন তারা সকলেই অন্ধকূপে পতিত হয়। তাই প্রকৃত পক্ষে হচ্ছে। মূর্খ জনসাধারণের নেতৃত্ব করার বহু নেতা রয়েছে, কিন্তু যেহেতু তারা সকলেই দেহাত্ম-বুদ্ধির দ্বারা বিভ্রান্ত, তাই মানব-সমাজে কোন শান্তি এবং সমৃদ্ধি নেই। তথাকথিত যে-সমস্ত যোগী নানা রকম দেহের কসরৎ অনুষ্ঠান করে, তারাও এই প্রকার মূর্খ জনসাধারণেরই পর্যায়ভুক্ত, কারণ হঠযোগের পন্থা বিশেষ করে তাদের জন্য অনুমোদিত হয়েছে, যারা দেহাত্ম-বুদ্ধিতে স্থূলভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ দেহাত্ম-বুদ্ধিতে যুক্ত থাকে, ততক্ষণ তাকে জন্ম-মৃত্যুর ক্লেশ ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ৩২

যদ্যসঙ্গিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ববৎ ॥ ৩২ ॥

যদি—যদি; **অসঙ্গিঃ**—অধার্মিকের সঙ্গে; **পথি**—পথে; **পুনঃ**—পুনরায়; **শিশ্ন**—জননেন্দ্রিয়ের জন্য; **উদর**—পেটের জন্য; **কৃত**—করা হয়; **উদ্যমৈঃ**—প্রচেষ্টা; **আস্থিতঃ**—সঙ্গ করার ফলে; **রমতে**—ভোগ করে; **জন্তুঃ**—জীব; **তমঃ**—অন্ধকার; **বিশতি**—প্রবেশ করে; **পূর্ব বৎ**—পূর্বের মতো।

অনুবাদ

অতএব, জীব যদি কামুক ব্যক্তিদের সঙ্গ প্রভাবে যৌন সুখ এবং জিহ্বার স্বাদ চরিতার্থ করার জন্য অসৎ পথ অবলম্বন করে, তা হলে তাকে পুনরায় নরকে প্রবেশ করতে হয়।

তাৎপর্য

ইতিপূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, বদ্ধ জীবকে অন্ধতামিস্র এবং তামিস্র নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, এবং সেখানে যন্ত্রণা ভোগ করার পর, কুকুর অথবা শূকরের মতো সে একটি নারকীয় শরীর লাভ করে। এইভাবে কয়েক জন্মের পর, সে পুনরায় মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়। মানুষের কিভাবে জন্ম হয়, তাও কপিলদেব বর্ণনা করেছেন। মাতৃজঠরে মানুষ তার দেহ বিকশিত করে এবং সেখানে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার পর, সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার পর, সে যদি মনুষ্য-শরীর লাভ করার আর একটি সুযোগ পায় এবং শিশ্নোদর-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করে, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই তাকে পুনরায় সেই অন্ধতামিস্র এবং তামিস্র নরকে পতিত হতে হবে।

মানুষ সাধারণত তার জিহ্বা এবং উপস্থের তৃপ্তি সাধনেই ব্যস্ত থাকে। সেইটি হচ্ছে জড়-জাগতিক জীবন। জড়-জাগতিক জীবন মানে হচ্ছে, চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করার কোন রকম চেষ্টা ব্যতীত এবং পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়ার পন্থা ব্যতীত, কেবল আহার, পান এবং জীবন উপভোগ করা। যেহেতু বিষয়াসক্ত মানুষেরা কেবল তাদের জিহ্বা, উদর এবং উপস্থের বৃত্তি চরিতার্থ করার কাজে ব্যস্ত, তাই কেউ যদি পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে চান, তা হলে তাকে

এই সমস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গ সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। এই প্রকার বিষয়াসক্ত মানুষদের সঙ্গ করা হচ্ছে মনুষ্য-জীবনে জেনে শুনে আত্মহত্যা করার মতো। তাই বলা হয়েছে যে, এই প্রকার অবাঞ্ছিত সঙ্গ পরিত্যাগ করা এবং সর্বদা সাধুদের সঙ্গ করা বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য। তিনি যখন সাধুদের সঙ্গ করেন, তখন পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়, এবং পারমার্থিক উপলব্ধির পথে তিনি বাস্তবিক উন্নতি সাধন করেন। কখনও কখনও দেখা যায় যে, মানুষ কোন বিশেষ ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রিস্টান, এঁরা তাঁদের বিশেষ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান, এবং তাঁরা মন্দিরে, মসজিদে অথবা গির্জায় যান, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা শিশ্নোদর-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারেন না। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও যদি এই প্রকার ব্যক্তিদের সঙ্গ করেন, তা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে নরকের অন্ধতম প্রদেশে পতিত হবেন।

শ্লোক ৩৩

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিঃ শ্রীর্হ্রীর্যশঃ ক্ষমা ।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সঙ্ক্ষয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

সত্যম্—সত্য; **শৌচম্**—শুচিতা; **দয়া**—কৃপা; **মৌনম্**—গাম্ভীর্য; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধিমত্তা; **শ্রীঃ**—সমৃদ্ধি; **হ্রীঃ**—লজ্জা; **যশঃ**—যশ; **ক্ষমা**—ক্ষমা; **শমঃ**—মনঃসংযম; **দমঃ**—ইন্দ্রিয়-সংযম; **ভগঃ**—ভাগ্য; **চ**—এবং; **ইতি**—এইভাবে; **যৎ-সঙ্গাৎ**—যার সঙ্গ থেকে; **যাতি সঙ্ক্ষয়ম্**—বিনষ্ট হয়ে যায়।

অনুবাদ

অসৎ সঙ্গের প্রভাবে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, পারমার্থিক বুদ্ধি, লজ্জা, তপস্যা, যশ, ক্ষমা, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, সৌভাগ্য আদি সমস্ত সদ্‌গুণ নষ্ট হয়ে যায়।

তাৎপর্য

যে-সমস্ত মানুষ যৌন জীবনে অত্যন্ত আসক্ত, তারা কখনও পরম তত্ত্বের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তাদের আচরণ শুচি হতে পারে না, এবং অন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা তো দূরের কথা। তারা গম্ভীর হতে পারে না, এবং জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাদের কোন উৎসাহ নেই। জীবনের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে

কৃষ্ণ অথবা বিষ্ণু, কিন্তু যারা যৌন জীবনের প্রতি আসক্ত, তারা বুঝতে পারে না যে, তাদের চরম স্বার্থ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার অমৃত। এই প্রকার মানুষদের কোন শালীনতা বোধ নেই, এবং রাস্তা-ঘাটে অথবা মাঠে-ময়দানে তারা কুকুর-বিড়ালের মতো পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, এবং তাকে তারা বলে প্রেম। এই প্রকার দুর্ভাগা জীব জড়-জাগতিক বিচারেও কখনও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। কুকুর-বিড়ালের মতো এই আচরণ তাদের কুকুর-বিড়ালের স্তরেই রাখে। তাদের যশস্বী হওয়া তো দূরের কথা, তারা তাদের ভৌতিক অবস্থারও কোন রকম উন্নতি সাধন করতে পারে না। এই সমস্ত মূর্খ ব্যক্তিরা কখনও কখনও লোক-দেখানো তথাকথিত যোগের অভ্যাস করে, কিন্তু যোগ অভ্যাসের আসল উদ্দেশ্য যে মন এবং ইন্দ্রিয়-সংযম, তা তারা করতে অক্ষম। এই প্রকার মানুষদের জীবনে কোন ঐশ্বর্য থাকে না। এক কথায় তারা অত্যন্ত দুর্ভাগা।

শ্লোক ৩৪

তেষুশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু ।
সঙ্গং ন কুর্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥ ৩৪ ॥

তেষু—সেই সমস্ত; **অশান্তেষু**—কর্কশ; **মূঢ়েষু**—মূর্খ; **খণ্ডিত-আত্মসু**—আত্মজ্ঞান-বিহীন; **অসাধুষু**—দুষ্ট; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **ন**—না; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **শোচ্যেষু**—শোচনীয়; **যোষিৎ**—স্ত্রীলোকদের; **ক্রীড়া-মৃগেষু**—নৃত্যশীল কুকুরের মতো; **চ**—এবং।

অনুবাদ

এই প্রকার অশান্ত, আত্মজ্ঞান-রহিত, মূঢ়, অত্যন্ত শোচনীয় এবং কামিনীকুলের হাতে ক্রীড়ামৃগের ন্যায় অসাধু ব্যক্তির সঙ্গ করা কখনই কর্তব্য নয়।

তাৎপর্য

যাঁরা কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের পক্ষে এই প্রকার মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গ করা বিশেষভাবে গর্হিত। কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হতে হলে সত্য, শৌচ, দয়া, গাম্ভীর্য, পারমার্থিক উন্নতি, সরলতা, ঐশ্বর্য, যশ, ক্ষমা এবং মন ও ইন্দ্রিয়-সংযম আবশ্যক। কৃষ্ণভক্তির প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, এই সমস্ত গুণগুলির প্রকাশ হওয়া উচিত, কিন্তু কেউ যদি কামিনীর ক্রীড়া-মৃগের মতো মূর্খ শূদ্রের সঙ্গ করে, তা হলে তার পক্ষে কোন রকম উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত এবং জড় জগতের অজ্ঞান অন্ধকার অতিক্রম করার অভিলাষী ব্যক্তিদের কখনও স্ত্রীসঙ্গ অথবা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করা উচিত নয়। যে-ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধনের অভিলাষী, তার পক্ষে এই প্রকার সঙ্গ আত্মহত্যা করার থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর।

শ্লোক ৩৫

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ৩৫ ॥

ন—না; **তথা**—সেইভাবে; **অস্য**—এই মানুষের; **ভবেৎ**—উদয় হতে পারে; **মোহঃ**—আসক্তি; **বন্ধঃ**—বন্ধন; **চ**—এবং; **অন্য-প্রসঙ্গতঃ**—অন্য বিষয়ের আসক্তি থেকে; **যোষিৎ-সঙ্গাৎ**—স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্তি থেকে; **যথা**—যেমন; **পুংসঃ**—মানুষের; **যথা**—যেমন; **তৎ-সঙ্গি**—স্ত্রীলোকেদের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি; **সঙ্গতঃ**—সঙ্গ প্রভাবে।

অনুবাদ

স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ জীবের যে-প্রকার মোহ ও বন্ধন সৃষ্টি করে, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে সেই রকম হয় না।

তাৎপর্য

স্ত্রীলোকেদের প্রতি আসক্তি এতই দূষিত যে, মানুষ কেবল স্ত্রীসঙ্গের প্রভাবেই জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি আসক্ত হয় না, এমন কি যারা স্ত্রীলোকেদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের সঙ্গ প্রভাবেও জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি আসক্ত হয়। আমাদের বদ্ধ জীবনের অনেক কারণ রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে সব চাইতে বড় কারণ হচ্ছে স্ত্রীসঙ্গ, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে প্রতিপন্ন হবে।

কলিযুগে স্ত্রীসঙ্গ অত্যন্ত প্রবল। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে স্ত্রীসঙ্গ হয়। কেউ যদি কিছু কিনতে যায়, তবে সে দেখে বিজ্ঞাপনগুলি সব মেয়েদের ছবিতে পূর্ণ। স্ত্রীলোকেদের প্রতি মানসিক আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল, এবং তাই পারমার্থিক উপলব্ধির প্রতি মানুষের কোন আগ্রহ নেই। যেহেতু বৈদিক সভ্যতা পারমার্থিক জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাই সেই সভ্যতায় স্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গ করার ব্যবস্থা অত্যন্ত সতর্কতাপূর্বক করা হয়েছে। জীবনের চারটি আশ্রমের প্রথম (ব্রহ্মচর্য), তৃতীয় (বানপ্রস্থ) এবং চতুর্থ (সন্ন্যাস), এই তিনটি আশ্রমেই স্ত্রীসঙ্গ কঠোরভাবে বর্জিত

হয়েছে। কেবল গৃহস্থ এই একটি আশ্রমে, স্ত্রীলোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাও অত্যন্ত কঠোরতাপূর্বক। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আকর্ষণই বদ্ধ জীবনের কারণ, এবং যে এই বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হতে চায়, তাকে অবশ্যই স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করতে হবে।

শ্লোক ৩৬

প্রজাপতিঃ স্বাং দুহিতরং দৃষ্ট্বা তদ্রূপধর্ষিতঃ ।
রোহিদ্ভূতাং সোঽন্বধাবদৃক্ষরূপী হতত্রপঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রজা-পতিঃ—শ্রীব্রহ্মা; **স্বাম্**—তাঁর নিজের; **দুহিতরম্**—কন্যাকে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **তৎ-রূপ**—তার সৌন্দর্যের দ্বারা; **ধর্ষিতঃ**—মোহিত; **রোহিৎ-ভূতাম্**—হরিণীরূপে; **সঃ**—তিনি; **অন্বধাবৎ**—ধাবমান হয়েছিলেন; **ঋক্ষ-রূপী**—হরিণরূপে; **হত**—বিহীন; **ত্রপঃ**—লজ্জা।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তাঁর নিজের কন্যাকে দর্শন করে তার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হয়েছিলেন, এবং সে যখন মৃগীরূপ ধারণ করে, তখন ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণ করে নির্লজ্জের মতো তার পিছনে পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা তাঁর কন্যার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হয়েছিলেন এবং শিব ভগবানের মোহিনী মূর্তির দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন। এই বিশেষ উদাহরণগুলি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ব্রহ্মা এবং শিবের মতো দেবতারাও যদি স্ত্রীর সৌন্দর্যে এইভাবে মুগ্ধ হন, তা হলে আমাদের আর কি কথা। অতএব, উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যেন তার দুহিতা, মাতা অথবা ভগিনীর সঙ্গে অবাধে মেলামেশা না করে, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এতই প্রবল যে, মানুষ যখন কামার্ত হয়, তখন ইন্দ্রিয়গুলি দুহিতা, মাতা অথবা ভগিনীর সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে না। তাই মদনমোহনের সেবায় যুক্ত হয়ে, ভক্তিযোগ অনুশীলনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার অভ্যাসই হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ পন্থা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম মদনমোহন, কারণ তিনি কামদেব বা কাম-বাসনা পরাভূত করতে পারেন। মদনমোহনের সেবায় যুক্ত হওয়ার দ্বারাই কেবল মদন বা কামদেবের প্রভাব জয় করা যায়। অন্যথায় ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করার সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হবে।

শ্লোক ৩৭

তৎসৃষ্টসৃষ্টসৃষ্টেষু কো ন্বখণ্ডিতধীঃ পুমান্ ।
ঋষিং নারায়ণমৃতে যোষিন্ময্যেহ মায়য়া ॥ ৩৭ ॥

তৎ—ব্রহ্মার দ্বারা; **সৃষ্ট-সৃষ্ট-সৃষ্টেষু**—সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে; **কঃ**—কে; **নু**—প্রকৃত পক্ষে; **অখণ্ডিত**—বিমোহিত না হয়ে; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **পুমান্**—পুরুষ; **ঋষিম্**—ঋষি; **নারায়ণম্**—নারায়ণ; **ঋতে**—বিনা; **যোষিৎ-ময্যা**—স্ত্রীরূপে; **ইহ**—এখানে; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা।

অনুবাদ

ব্রহ্মার সৃষ্ট সমস্ত জীবের মধ্যে, যথা—মনুষ্য, দেবতা এবং পশুদের মধ্যে নারায়ণ ঋষি ব্যতীত আর কেউই স্ত্রীরূপী মায়ার আকর্ষণের দ্বারা বিমুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

প্রথম জীব হচ্ছেন স্বয়ং ব্রহ্মা, এবং তাঁর থেকে মরীচি আদি ঋষিরা উৎপন্ন হয়েছেন, মরীচি থেকে কশ্যপ আদি মুনিদের উৎপত্তি হয়েছে, এবং কশ্যপ মুনি ও মনুদের থেকে বিভিন্ন দেবতা, মানুষ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি স্ত্রীরূপী মায়ার মোহিনী শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হন না। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পিপীলিকা আদি নগণ্য প্রাণী পর্যন্ত সকলেই যৌন জীবনের প্রতি আকৃষ্ট। সেইটি হচ্ছে জড় জগতের মূল তত্ত্ব। কেউই যে নারীর প্রতি যৌন আকর্ষণ থেকে মুক্ত নয়, তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে ব্রহ্মার নিজের কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। অতএব বদ্ধ জীবেদের জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ রাখার জন্য, নারী হচ্ছে মায়ার এক অপূর্ব সৃষ্টি।

শ্লোক ৩৮

বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্ ।
যা করোতি পদাক্রান্তান্ ভ্রূবিজৃম্ভেণ কেবলম্ ॥ ৩৮ ॥

বলম্—শক্তি; **মে**—আমার; **পশ্য**—দেখ; **মায়ায়াঃ**—মায়ার; **স্ত্রী-ময্যাঃ**—স্ত্রীরূপে; **জয়িনঃ**—বিজেতা; **দিশাম্**—সমস্ত দিক; **যা**—যা; **করোতি**—করে; **পদ-আক্রান্তান্**—পদাবনত; **ভ্রূবি**—ভ্রূর; **জৃম্ভেণ**—সঞ্চালনের দ্বারা; **কেবলম্**—কেবল।

অনুবাদ

স্ত্রী রূপিনী আমার মায়ার প্রভাব দেখুন, যে কেবল তার ভ্রূভঙ্গির দ্বারা এই জগতের সর্ব শ্রেষ্ঠ বীরদের তার পদাবনত করে রাখে।

তাৎপর্য

পৃথিবীর ইতিহাসে ক্লিওপেট্রার মতো রমণীর সৌন্দর্যে মহান বিজয়ী বীরদের মুগ্ধ হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। স্ত্রীর সম্মোহনী শক্তি, এবং পুরুষের সেই শক্তির প্রতি আকর্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখা উচিত। কোন্ উৎস থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে? বেদান্ত-সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতঃ* । অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান, বা পরম পুরুষ ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব হচ্ছেন সেই উৎস, যাঁর থেকে সব কিছু উদ্ভব হয়েছে। স্ত্রীর সম্মোহনী শক্তি, এবং তার প্রতি পুরুষের আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা, অবশ্যই চিৎ-জগতে ভগবানের মধ্যেও রয়েছে, এবং তা নিশ্চয়ই ভগবানের লীলাতে প্রকাশিত হয়।

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ। একজন সাধারণ মানুষ যেমন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে চায়, সেই প্রবণতা পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যেও রয়েছে। তিনিও নারীর সুন্দর রূপের প্রতি আকৃষ্ট হতে চান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি যদি এই প্রকার নারীসুলভ আকর্ষণের দ্বারা মোহিত হতে চান, তা হলে কি তিনি যে-কোন প্রাকৃত রমণীর দ্বারা আকৃষ্ট হবেন? না, তা সম্ভব নয়। এই সংসারে যাঁরা পরব্রহ্মের দ্বারা আকৃষ্ট হন, তাঁরা রমণীর আকর্ষণ পরিত্যাগ করতে পারেন। হরিদাস ঠাকুরের ক্ষেত্রে তা হয়েছিল। একটি সুন্দরী বেশ্যা তাঁকে গভীর রাত্রে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবদ্ভক্তিতে স্থিত ছিলেন, ভগবানের দিব্য প্রেমে মগ্ন ছিলেন, তাই তিনি তার দ্বারা মোহিত হননি। পক্ষান্তরে, তিনি সেই বেশ্যাটিকে তাঁর দিব্য সঙ্গ প্রভাবে এক মহান ভক্তে পরিণত করেছিলেন। অতএব, এই জড়-জাগতিক আকর্ষণ অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানকে আকৃষ্ট করতে পারে না। যখন তিনি কোন রমণীর দ্বারা আকৃষ্ট হতে চান, তখন তাঁকে তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা সেই রমণীকে সৃষ্টি করতে হয়। সেই রমণী হচ্ছেন রাধারাণী। গোস্বামীগণ বিশ্লেষণ করেছেন যে, রাধারাণী হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। পরমেশ্বর ভগবান যখন দিব্য আনন্দ উপভোগ করতে চান, তখন তাঁকে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে একটি রমণী সৃষ্টি করতে হয়। এইভাবে নারীসুলভ সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা স্বাভাবিক, কারণ তা

চিৎ-জগতেও রয়েছে। জড় জগতে তা বিকৃতরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, এবং তাই তাতে এত উন্মত্ততা রয়েছে।

জড় সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে, মানুষ যদি রাধারাণী এবং কৃষ্ণের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে অভ্যস্ত হয়, তা হলে *ভগবদ্গীতার* বাণী—*পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*, সত্য বলে সিদ্ধ হয়। কেউ যখন রাধা-কৃষ্ণের চিন্ময় সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন, তখন তিনি আর জড় জগতের নারীর সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন না। সেইটি রাধা-কৃষ্ণের আরাধনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সেই কথা যামুনাচার্য প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি বলেছেন, "যখন থেকে আমি রাধা-কৃষ্ণের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, তখন থেকে যখনই স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ অথবা স্ত্রীর সঙ্গে যৌন জীবনের কথা স্মরণ হয়, তখন আমার মুখ ঘৃণায় বিকৃত হয়, এবং সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে আমি থুথু ফেলি।" আমরা যখন মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর সঙ্গিনীদের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হই, তখন বদ্ধ জীবনের শৃঙ্খল-স্বরূপ জড় রমণীর সৌন্দর্য আর আমাদের আকৃষ্ট করতে পারে না।

শ্লোক ৩৯

সঙ্গং ন কুর্যাৎপ্রমদাসু জাতু
যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ ।
মৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো
বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য ॥ ৩৯ ॥

সঙ্গম্—সঙ্গ; **ন**—না; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **প্রমদাসু**—রমণীদের সঙ্গে; **জাতু**—কখনও; **যোগস্য**—যোগের; **পারম্**—পরাকাষ্ঠা; **পরম্**—সর্বোচ্চ; **আরুরুক্ষুঃ**—প্রাপ্ত হতে ইচ্ছুক; **মৎ-সেবয়া**—আমার সেবার দ্বারা; **প্রতিলব্ধ**—প্রাপ্ত হয়েছে; **আত্ম-লাভঃ**—আত্ম-উপলব্ধি; **বদন্তি**—তারা বলে; **যাঃ**—যে রমণী; **নিরয়**—নরকের; **দ্বারম্**—দ্বার; **অস্য**—প্রগতিশীল ভক্তের জন্য।

অনুবাদ

যিনি যোগের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা লাভ করতে চান এবং আমার সেবার দ্বারা যিনি আত্ম-উপলব্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের কখনই সুন্দরী রমণীর সঙ্গ করা উচিত নয়, কারণ শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভক্তের জন্য নারী নরকের দ্বার স্বরূপ।

তাৎপর্য

যোগের পরাকাষ্ঠা হচ্ছে পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—যিনি সর্বদা ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তিনি হচ্ছেন সমস্ত যোগীদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়েও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবা সম্পাদন করার ফলে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, তিনি তখন ভগবৎ তত্ত্ব-বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

এখানে *প্রতিলব্ধাত্মলাভঃ* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। *আত্মা* মানে 'প্রকৃত স্বরূপ,' এবং *লাভ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'লাভ করা।' সাধারণত, বদ্ধ জীবাত্মা তার আত্মা বা প্রকৃত স্বরূপকে হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু যারা পরমার্থবাদী, তারা আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন। এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই প্রকার আত্ম-উপলব্ধ ব্যক্তি যিনি যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে চান, তাঁর কখনই যুবতী রমণীর সঙ্গ করা উচিত নয়। কিন্তু, আধুনিক যুগে বহু পাষণ্ডী আছে, যারা পরামর্শ দেয় যে, উপস্থ যখন রয়েছে, তখন যত ইচ্ছা স্ত্রী-সম্ভোগ করা উচিত, এবং সেই সঙ্গে সে একজন যোগীও হতে পারবে। কোন প্রামাণিক যোগ-পন্থায় স্ত্রীসঙ্গ স্বীকৃত হয়নি। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারী নরকের দ্বার স্বরূপ। বৈদিক সভ্যতায় স্ত্রীসঙ্গ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সমাজের চারটি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই তিনটি আশ্রমেই স্ত্রীসঙ্গ কঠোরভাবে বর্জিত হয়েছে; কেবলমাত্র গৃহস্থ আশ্রমেই নারীর ঘনিষ্ঠ সঙ্গ করার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এবং সেই সম্পর্কটিও কেবল সুসন্তান উৎপাদনের জন্যই নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু কেউ যদি চিরকালের জন্য এই জড় জগতে থাকতে চায়, তা হলে সে অবাধে স্ত্রীসঙ্গ করতে পারে।

শ্লোক ৪০

যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্মিতা ।
তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্ ॥ ৪০ ॥

যা—যে; **উপযাতি**—সমীপবর্তী হয়; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **মায়া**—মায়া-স্বরূপা; **যোষিৎ**—স্ত্রী; **দেব**—ভগবানের দ্বারা; **বিনির্মিতা**—সৃষ্ট; **তাম্**—তার; **ঈক্ষেত**—মনে

করা উচিত; আত্মনঃ—আত্মার; মৃত্যুম্—মৃত্যু; তৃণৈঃ—তৃণের দ্বারা; কূপম্—কূপ; ইব—মতো; আবৃতম্—আচ্ছাদিত।

অনুবাদ

ভগবানের নির্মিতা নারী মায়ার প্রতিনিধি, এবং যে ব্যক্তি সেবা অঙ্গীকার করে এই মায়ার সঙ্গ করে, তার নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, তা তৃণাচ্ছাদিত কূপের মতো তার মৃত্যু-স্বরূপ ।

তাৎপর্য

কখনও কখনও পরিত্যক্ত কূপ ঘাসের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়, এবং সেই কূপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ, অসতর্ক পথিক সেই কূপে পতিত হয় এবং তার ফলে তার মৃত্যু হয়। তেমনই, স্ত্রীসঙ্গ শুরু হয়, যখন তাদের থেকে সেবা গ্রহণ করা হয়, কারণ ভগবান রমণীদের বিশেষ করে সৃষ্টি করেছেন পুরুষদের সেবা করার জন্য। রমণীর সেবা গ্রহণ করার ফলে, পুরুষ ফাঁদে আটকে পড়ে। নারীকে নরকের দ্বার বলে জানবার যথেষ্ট বুদ্ধি যদি তার না থাকে, তা হলে সে অবাধে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। যারা চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী, তাদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এমন কি পঞ্চাশ বছর পূর্বেও হিন্দু-সমাজে, এই প্রকার মেলামেশা নিয়ন্ত্রিত ছিল। পত্নী দিনের বেলা তাঁর পতিকে দেখতে পেতেন না। এমন কি গৃহস্থদের আলাদা বাসস্থান ছিল। গৃহের অন্তঃপুর ছিল মহিলাদের জন্য এবং বহির্বাটী ছিল পুরুষদের জন্য। স্ত্রীর সেবা অত্যন্ত সুখকর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই প্রকার সেবা গ্রহণে মানুষকে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে, কেননা এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নারী হচ্ছে মৃত্যুর দ্বার, বা স্বরূপ-বিস্মৃতির কারণ। পারমার্থিক উপলব্ধির পথ সে অবরুদ্ধ করে।

শ্লোক ৪১

যাং মন্যতে পতিং মোহান্মন্মায়ামৃষভায়তীম্ ।
স্ত্রীত্বং স্ত্রীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিত্তাপত্যগৃহপ্রদম্ ॥ ৪১ ॥

যাম্—যা; মন্যতে—সে মনে করে; পতিম্—তার পতি; মোহাৎ—মোহের বশে; মৎ-মায়াম্—আমার মায়া; ঋষভ—পুরুষরূপে; আয়তীম্—প্রাপ্ত হয়ে; স্ত্রীত্বম্—নারীত্ব; স্ত্রী-সঙ্গতঃ—নারীর প্রতি আকর্ষণের ফলে; প্রাপ্তঃ—লাভ করে; বিত্ত—ধন; অপত্য—সন্তান; গৃহ—গৃহ; প্রদম্—প্রদানকারী ।

অনুবাদ

জীব তার পূর্বজন্মে নারীর প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে, এই জন্মে স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হয়েছে, এবং মোহবশত পুরুষরূপী মায়াকে সম্পদ, সন্তান, গৃহ আদির প্রদাতা বলে মনে করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে, এই জন্মে যে স্ত্রী, পূর্বজন্মে সে ছিল একজন পুরুষ, এবং তার স্ত্রীর প্রতি আসক্তির ফলে, সে এখন একটি স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—মৃত্যুর সময় মানুষ যে-কথা চিন্তা করে, সেই অনুসারে সে তার পরবর্তী জীবন লাভ করে। কেউ যদি তার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সে তার মৃত্যুর সময় তার স্ত্রীর কথা চিন্তা করে, এবং পরবর্তী জীবনে সে একটি স্ত্রী-শরীর ধারণ করে। তেমনই, কোন স্ত্রী যদি তার মৃত্যুর সময় তার পতির কথা চিন্তা করে, তা হলে স্বাভাবিকভাবে সে তার পরবর্তী জীবনে পুরুষের শরীর লাভ করবে। হিন্দু শাস্ত্রে তাই, স্ত্রীর সতীত্ব এবং পতিভক্তির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পতির প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে, একজন স্ত্রী পরবর্তী জীবনে একটি পুরুষ-শরীরে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি কোন পুরুষ যদি আসক্ত হয়, তা হলে তার অধঃপতন হবে, এবং পরবর্তী জীবনে সে একটি স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হবে। *ভগবদ্গীতার* বর্ণনা অনুসারে, আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম দুই প্রকার জড় শরীরই হচ্ছে পোশাকের মতো; সেইগুলি জীবের শার্ট এবং কোটের মতো। স্ত্রী হওয়া অথবা পুরুষ হওয়া কেবল পোশাকের ভেদ মাত্র। আত্মা প্রকৃত পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তি। প্রতিটি জীবই ভগবানের শক্তি হওয়ার ফলে, প্রকৃত পক্ষে সে স্ত্রী, বা ভোগ্য। পুরুষ-শরীরে ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অধিক সুযোগ পাওয়া যায়, এবং স্ত্রী-শরীরে সেই সুযোগের মাত্রাটি কম। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হওয়ার দ্বারা, পুরুষ-শরীরের অপব্যবহার করা উচিত নয়, তা হলে পরবর্তী জীবনে একটি স্ত্রী-শরীর ধারণ করতে হবে। স্ত্রী সাধারণত গৃহের উন্নতি, গয়না, আসবাবপত্র এবং সাজ-পোশাকের প্রতি অনুরক্ত। পতি যখন এই সমস্ত জিনিসগুলি যথেষ্টভাবে সরবরাহ করে, তখন সে সন্তুষ্ট হয়। পুরুষ এবং স্ত্রীর সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল, কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে, যারা পারমার্থিক উপলব্ধির দিব্য স্তরে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী, তাদের স্ত্রীসঙ্গ করার ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। কিন্তু কৃষ্ণভক্তির

স্তরে এই নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা যেতে পারে, কারণ পুরুষ এবং স্ত্রী যদি পরস্পরের প্রতি আসক্ত না হয়ে, কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হন, তা হলে তাঁরা উভয়েই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের ধামে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সমানভাবে যোগ্য। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তি অবলম্বনকারী যদি অত্যন্ত নীচ কুলোদ্ভূত হন অথবা স্ত্রী হন অথবা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বৈশ্য বা শূদ্র কুলোদ্ভূত হন, তাতে কিছু যায় আসে না—তাঁরা তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাবেন। স্ত্রীর প্রতি পুরুষের আসক্ত হওয়া উচিত নয়, এবং পুরুষের প্রতি স্ত্রীরও আসক্ত হওয়া উচিত নয়। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই কর্তব্য হচ্ছে, ভগবানের সেবার প্রতি আসক্ত হওয়া। তা হলে তাঁদের উভয়েরই ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্লোক ৪২

তামাত্মনো বিজানীয়াৎ পত্যপত্যগৃহাত্মকম্ ।
দৈবোপসাদিতং মৃত্যুং মৃগয়োর্গায়নং যথা ॥ ৪২ ॥

তাম্—ভগবানের মায়া; **আত্মনঃ**—স্বয়ং; **বিজানীয়াৎ**—জানা উচিত; **পতি**—স্বামী; **অপত্য**—সন্তান; **গৃহ**—গৃহ; **আত্মকম্**—সমন্বিত; **দৈব**—ভগবানের অধ্যক্ষতায়; **উপসাদিতম্**—প্রেরিত; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **মৃগয়োঃ**—ব্যাধের; **গায়নম্**—সঙ্গীত; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ব্যাধের সঙ্গীত যেমন মৃগের পক্ষে মৃত্যুর কারণ, তেমনই পতি, পুত্র, গৃহ ইত্যাদিকে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা তার মৃত্যুর আয়োজন বলে স্ত্রীর মনে করা উচিত।

তাৎপর্য

ভগবান কপিলদেবের এই উপদেশের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, স্ত্রীই কেবল পুরুষের পক্ষে নরকের দ্বার-স্বরূপ নয়, পুরুষও স্ত্রীর পক্ষে নরকের দ্বার-স্বরূপ। এইটি কেবল আসক্তির প্রশ্ন। স্ত্রীর প্রতি পুরুষ আসক্ত হয়, তার সেবা, সৌন্দর্য এবং অন্যান্য গুণের জন্য, তেমনই পুরুষের প্রতি স্ত্রী আসক্ত হয়, কারণ সে তাকে সুন্দর বাসস্থান, অলঙ্কার, বসন এবং সন্তান-সন্ততি প্রদান করে। এইটি কেবল

পরস্পরের প্রতি আসক্তির প্রশ্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোন একজন এই প্রকার ভৌতিক সুখের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ পুরুষের পক্ষে স্ত্রী যেমন বিপজ্জনক, তেমনই স্ত্রীর পক্ষে পুরুষও বিপজ্জনক। কিন্তু সেই আসক্তি যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্থানান্তরিত করা হয়, এবং তারা উভয়েই যদি কৃষ্ণভক্ত হন, তা হলে সেই দাম্পত্য জীবন অতি উত্তম। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাই নির্দেশ দিয়েছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/২৫৫)

কৃষ্ণের সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে, গৃহস্থরূপে স্ত্রী এবং পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ কর্তব্য সম্পাদন সাধনের উদ্দেশ্যেই কেবল একত্রে বসবাস করবেন। সন্তান, পত্নী, পতি সকলকেই যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করা যায়, তখন সমস্ত দৈহিক এবং জাগতিক আসক্তি সমাপ্ত হয়ে যাবে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মাধ্যম, তাই সেই চেতনা শুদ্ধ, এবং তখন আর অধঃপতনের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ৪৩

দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্ ।
ভুঞ্জান এব কর্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্ ॥ ৪৩ ॥

দেহেন—দেহের কারণে; **জীব-ভূতেন**—জীবের দ্বারা অধিকৃত; **লোকাৎ**—এক লোক থেকে; **লোকম্**—আর এক লোকে; **অনুব্রজন্**—ভ্রমণ করে; **ভুঞ্জানঃ**—ভোগ করে; **এব**—অতএব; **কর্মাণি**—সকাম কর্ম; **করোতি**—করে; **অবিরতম্**—নিরন্তর; **পুমান্**—জীব।

অনুবাদ

বিশেষ ধরনের শরীর হওয়ার ফলে, বিষয়াসক্ত জীব তার সকাম কর্ম অনুসারে, এক লোক থেকে আর এক লোকে ভ্রমণ করে। এইভাবে সে সকাম কর্মে লিপ্ত হয়ে, নিরন্তর তার ফল ভোগ করে।

তাৎপর্য

জীব যখন জড় শরীরে আবদ্ধ হয়, তখন তাকে বলা হয় জীবভূত, এবং যখন সে জড় শরীরের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় ব্রহ্মভূত। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তার জড় দেহের পরিবর্তন করে সে কেবল বিভিন্ন যোনিতেই নয়, এক লোক থেকে আর এক লোকেও ভ্রমণ করছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ জীব সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করছে, এবং তার সুকৃতির ফলে, সে যদি দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সদ্‌গুরুর সংস্পর্শে আসে, তা হলে সে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হয়। সেই বীজ প্রাপ্ত হওয়ার পর, সে যদি তার হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে তা বপন করে, এবং শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জল সিঞ্চন করে, তা হলে সেই বীজটি অঙ্কুরিত হয়ে বর্ধিত হয়, এবং তাতে অনেক ফুল ও ফল ফলে, যা জীব এই জড় জগতেও উপভোগ করতে পারে। তাকে বলা হয় ব্রহ্মভূত অবস্থা। উপাধিযুক্ত অবস্থায় জীবকে বলা হয় বিষয়ী, এবং সে যখন সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হয়, এবং সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করে এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় মুক্ত। ভগবানের কৃপায় সদ্‌গুরুর সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য না হলে, বিভিন্ন যোনিতে এবং বিভিন্ন লোকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে যে সংসার-বন্ধন, তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ৪৪

জীবো হ্যস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ ।
তন্নিরোধোঽস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ ॥ ৪৪ ॥

জীবঃ—জীব; **হি**—প্রকৃত পক্ষে; **অস্য**—তার; **অনুগঃ**—উপযুক্ত; **দেহঃ**—শরীর; **ভূত**—স্থূল জড় উপাদান; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনঃ**—মন; **ময়ঃ**—গঠিত; **তৎ**—দেহের; **নিরোধঃ**—বিনাশ; **অস্য**—জীবের; **মরণম্**—মৃত্যু; **আবির্ভাবঃ**—প্রকাশ; **তু**—কিন্তু; **সম্ভবঃ**—জন্ম।

অনুবাদ

এইভাবে জীব তার কর্ম অনুসারে, জড় মন এবং ইন্দ্রিয়-সমন্বিত একটি উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়। যখন বিশেষ কর্মের ফল সমাপ্ত হয়, সেই সমাপ্তিকে বলা হয় মৃত্যু, এবং যখন কোন বিশেষ কর্মফলের শুরু হয়, সেই শুরুকে বলা হয় জন্ম।

তাৎপর্য

অনাদি কাল ধরে জীব প্রায় নিরন্তর বিভিন্ন যোনিতে এবং বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করছে। এই প্রক্রিয়া *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে। *ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া*—মায়ার প্রভাবে, সকলেই বহিরঙ্গা শক্তি প্রদত্ত দেহে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করছে। জড়-জাগতিক জীবন হচ্ছে কর্ম এবং তার ফলের অন্তর্গত একটি ক্রম। এটি যেন কর্ম এবং কর্মফল সংক্রান্ত চলচ্চিত্রের একটি দীর্ঘ ফিল্মের রীল, এবং প্রতিক্রিয়ার এই প্রদর্শনীতে একটি জীবন একটি পলকের মতো। শিশুর যখন জন্ম হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তার বিশেষ শরীরটি হচ্ছে আর এক প্রকার কার্যকলাপের শুরু, এবং বৃদ্ধাবস্থায় যখন কারও মৃত্যু হয়, তখন বুঝতে হবে যে, এক প্রকার কর্মফলের সমাপ্তি হল।

আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন কর্মফলের প্রভাবে কেউ ধনী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে, আর একজন দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে, যদিও তারা উভয়েই এক স্থানে, একই সময়ে এবং একই পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করেছে। কেউ যখন পুণ্য কর্ম বহন করে, তখন সে ধনী অথবা পুণ্যবান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ পায়, এবং কেউ যখন পাপকর্ম বহন করে, তখন তাকে নীচ, দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। দেহের পরিবর্তন মানে হচ্ছে কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন। তেমনই দেহ যখন বালক থেকে যুবকে পরিবর্তিত হয়, তখন বালকসুলভ কার্যকলাপ যৌবনোচিত কার্যকলাপে পরিবর্তিত হয়।

এইটি স্পষ্ট যে, বিশেষ প্রকার কার্যকলাপের জন্য, জীবকে বিশেষ শরীর প্রদান করা হয়। এই পন্থা অনাদি কাল ধরে নিরন্তর চলছে। বৈষ্ণব কবি তাই গেয়েছেন, *অনাদি কর্মফলে*, অর্থাৎ, জীবের কর্ম এবং তার ফল যে কবে থেকে শুরু হয়েছিল, তা হিসাব করে বার করা যায় না। এমন কি ব্রহ্মার জন্মের পূর্বের কল্প থেকে পরবর্তী কল্পেও তা চলতে পারে। আমরা সেই দৃষ্টান্ত নারদ মুনির জীবনে পেয়েছি। পূর্বকল্পে তিনি ছিলেন এক দাসীর পুত্র, এবং পরবর্তী কল্পে তিনি একজন মহান ঋষি হয়েছেন।

শ্লোক ৪৫-৪৬

দ্রব্যোপলব্ধিস্থানস্য দ্রব্যেক্ষাযোগ্যতা যদা ।
তৎপঞ্চত্বমহংমানাদুৎপত্তির্দ্রব্যদর্শনম্ ॥ ৪৫ ॥
যথাক্ষ্ণোর্দ্রব্যাবয়বদর্শনাযোগ্যতা যদা ।
তদৈব চক্ষুষো দ্রষ্টুর্দ্রষ্টৃত্বাযোগ্যতানয়োঃ ॥ ৪৬ ॥

দ্রব্য—বস্তুর; **উপলব্ধি**—অনুভূতির; **স্থানস্য**—স্থানের; **দ্রব্য**—বস্তুর; **ঈক্ষা**—অনুভূতির; **অযোগ্যতা**—অসামর্থ্য; **যদা**—যখন; **তৎ**—তা; **পঞ্চত্বম্**—মৃত্যু; **অহম্-মানাৎ**—"আমি" সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থেকে; **উৎপত্তিঃ**—জন্ম; **দ্রব্য**—শরীর; **দর্শনম্**—দর্শন; **যথা**—ঠিক যেমন; **অক্ষ্ণোঃ**—চক্ষুর; **দ্রব্য**—বস্তুর; **অবয়ব**—অঙ্গ; **দর্শন**—দেখার; **অযোগ্যতা**—অসামর্থ্য; **যদা**—যখন; **তদা**—তখন; **এব**—প্রকৃত পক্ষে; **চক্ষুষঃ**—দর্শনেন্দ্রিয়ের; **দ্রষ্টুঃ**—দ্রষ্টার; **দ্রষ্টৃত্বা**—দর্শন শক্তির; **অযোগ্যতা**—অসামর্থ্য; **অনয়োঃ**—উভয়ের।

অনুবাদ

দর্শন স্নায়ুর রোগগ্রস্ত হওয়ার ফলে, চক্ষু যখন রঙ অথবা রূপ দর্শনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন দর্শনেন্দ্রিয় মৃতপ্রায় হয়ে যায়। তখন চক্ষু এবং দৃশ্য উভয়ের দ্রষ্টা জীব তার দর্শনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তেমনই, বস্তুর অনুভূতির স্থূল জড় শরীর যখন অনুভব করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তাকে বলা হয় মৃত্যু। জীব যখন তার জড় দেহকে তার স্বরূপ বলে দর্শন করতে শুরু করে, তাকে বলা হয় জন্ম।

তাৎপর্য

কেউ যখন বলে; "আমি দেখছি," তার অর্থ হচ্ছে যে, সে তার চক্ষুর দ্বারা অথবা চশমার দ্বারা দর্শন করছে; সে তার দর্শনের যন্ত্রের সাহায্যে দর্শন করে। সেই দর্শনের যন্ত্রটি যদি ভেঙে যায় অথবা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে অথবা কার্য সাধনে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন দ্রষ্টারূপে, সে আর দর্শন করতে পারে না। তেমনই, এই জড় দেহে এখন জীব কার্য করছে, এবং জড় দেহটি যখন কার্য করতে অক্ষম হয়ে কাজ করা বন্ধ করে দেবে, তখন সেও তার কর্মফল ভোগের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবে। যখন কারও কার্য করার যন্ত্র ভেঙে যায়, এবং আর কাজ করতে পারে না, তখন তাকে বলা হয় মৃত্যু। পুনরায়, কেউ যখন কার্য করার একটি নতুন যন্ত্র প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় জন্ম। নিরন্তর দেহের পরিবর্তনের মাধ্যমে, এই জন্ম-মৃত্যুর ক্রিয়া প্রতিক্ষণ চলছে। অন্তিম পরিবর্তনকে বলা হয় মৃত্যু, নতুন দেহ গ্রহণকে বলা হয় জন্ম। এইটি হচ্ছে জন্ম এবং মৃত্যুর প্রশ্নের সমাধান। প্রকৃত পক্ষে, জীবের জন্ম অথবা মৃত্যু হয় না, সে নিত্য। যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*—এই জড় দেহের মৃত্যু বা বিনাশ হলেও জীবের কখনও মৃত্যু হয় না।

শ্লোক ৪৭

তস্মান্ন কার্যঃ সন্ত্রাসো ন কার্পণ্যং ন সম্ভ্রমঃ ।
বুদ্ধ্বা জীবগতিং ধীরো মুক্তসঙ্গশ্চরেদিহ ॥ ৪৭ ॥

তস্মাৎ—মৃত্যুর ফলে; **ন**—না; **কার্যঃ**—করা উচিত; **সন্ত্রাসঃ**—ভয়; **ন**—না; **কার্পণ্যম্**—কৃপণতা; **ন**—না; **সম্ভ্রমঃ**—জাগতিক লাভের জন্য ঔৎসুক্য; **বুদ্ধ্বা**—উপলব্ধি করে; **জীব-গতিম্**—জীবের বাস্তবিক প্রকৃতি; **ধীরঃ**—স্থির; **মুক্ত-সঙ্গঃ**—আসক্তি-রহিত; **চরেৎ**—বিচরণ করা উচিত; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

অতএব, মৃত্যুর ভয়ে ভীত হওয়া উচিত নয়, দেহকে আত্মা বলেও মনে করা উচিত নয়, জীবনের আবশ্যকতাগুলি বর্ধিত করে সেইগুলি উপভোগ করার চেষ্টা করাও উচিত নয়। জীবের বাস্তবিক প্রকৃতি উপলব্ধি করে আসক্তি-রহিত হয়ে এবং উদ্দেশ্যে স্থির হয়ে এই জগতে বিচরণ করা উচিত।

তাৎপর্য

যে কোন প্রকৃতিস্থ মানুষ জীবন এবং মৃত্যুর দর্শন হৃদয়ঙ্গম করে, মাতৃগর্ভে অথবা গর্ভের বাইরে জীবনের নারকীয় অবস্থার কথা শুনে, অত্যন্ত বিচলিত হবেন। কিন্তু প্রত্যেককে জীবনের এই সমস্যার সমাধান করতে হয়। জড় দেহের দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা, স্থির মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। অনর্থক বিচলিত না হয়ে, তার প্রতিকারের উপায় অন্বেষণ করা উচিত। যখন কোন মুক্ত পুরুষের সঙ্গ হয়, তখনই তার প্রতিকারের উপায় খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এও বুঝতে হবে যে, মুক্ত কে। *ভগবদ্গীতায়* মুক্ত পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে—যিনি প্রকৃতির কঠোর নিয়ম অতিক্রম করে ভগবানের অপ্রতিহত সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি ব্রহ্মে স্থিত বলে বুঝতে হবে।

পরমেশ্বর ভগবান জড় সৃষ্টির অতীত। এমন কি শঙ্করাচার্যের মতো নির্বিশেষবাদীও স্বীকার করেছেন যে, নারায়ণ জড় সৃষ্টির অতীত। অতএব, কেউ যখন প্রকৃত পক্ষে নারায়ণ অথবা রাধা-কৃষ্ণ অথবা সীতা-রামের সেবার মাধ্যমে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তিনি মুক্ত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বলে বুঝতে হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, মুক্তির অর্থ হচ্ছে স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। জীব যেহেতু ভগবানের নিত্যদাস, তাই কেউ যখন ঐকান্তিকভাবে নিষ্ঠা সহকারে

ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি মুক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত সেই প্রকার মুক্ত পুরুষের সঙ্গ করা উচিত, এবং তা হলে জীবনের জন্ম এ মৃত্যুর সমস্যাগুলির সমাধান হতে পারে।

পূর্ণ কৃষ্ণভক্তিতে কেউ যখন ভগবানের সেবা সম্পাদন করেন, তখন কৃপ হওয়া উচিত নয়। অনর্থক সংসার ত্যাগ করার অভিনয়ও করা উচিত নয়। প্রকৃ পক্ষে, ত্যাগ সম্ভব নয়। কেউ যদি তার প্রাসাদ ত্যাগ করে বনে যায়, তা হলে প্রকৃত পক্ষে ত্যাগ করা হয় না, কেননা সেই প্রাসাদটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানে সম্পত্তি এবং বনও পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি। সে যদি একটি সম্পত্তি পরিত্যাগ করে আর একটিতে যায়, তার অর্থ ত্যাগ নয়; সে কখনই প্রাসাদে অথবা বনের কোনটিরই মালিক নয়। ত্যাগের অর্থ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির উপ আধিপত্য করার যে ভ্রান্ত মনোবৃত্তি তা ত্যাগ করা। কেউ যখন তার সেই ভ্রা মনোভাবটি ত্যাগ করে এবং নিজেকে ভগবান বলে মনে করে গর্ববোধ করা প্রবণতা ত্যাগ করে, সেইটি হচ্ছে প্রকৃত বৈরাগ্য। তা না হলে, ত্যাগের কো মানে হয় না। শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবানের সেবায় য ব্যবহার করা যায়, তা যদি ভগবানের সেবায় উপযোগ না করে ত্যাগ করা হয় তাকে বলা হয় *ফল্গু-বৈরাগ্য* । সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের; তাই সব কিছু ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা যেতে পারে: এবং কোন কিছুই নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। সেইটি হচ্ছে প্রকৃত বৈরাগ্য। দেহে প্রয়োজনগুলি অনর্থক বৃদ্ধি করা উচিত নয়। ব্যক্তিগতভাবে অত্যধিক প্রয়াস ন করে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের যা দিয়েছেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কৃষ্ণভাবনা ভাবিত হয়ে, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে আমাদের সময় অতিবাহিত করা উচিত। সেটি হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর সমস্যার সমাধান।

শ্লোক ৪৮

সম্যগ্‌দর্শনয়া বুদ্ধ্যা যোগবৈরাগ্যযুক্তয়া ।
মায়াবিরচিতে লোকে চরেন্ন্যস্য কলেবরম্ ॥ ৪৮ ॥

সম্যক্-দর্শনয়া—সম্যক দৃষ্টি-সমন্বিত; **বুদ্ধ্যা**—বিবেচনার দ্বারা; **যোগ**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **বৈরাগ্য**—অনাসক্তির দ্বারা; **যুক্তয়া**—বলবৎ; **মায়া-বিরচিতে**—মায়ার দ্বার আয়োজিত; **লোকে**—এই জগতে; **চরেৎ**—বিচরণ করা উচিত; **ন্যস্য**—প্রত্যর্প করে; **কলেবরম্**—দেহ।

অনুবাদ

সম্যক দৃষ্টি-সমন্বিত হয়ে, ভগবদ্ভক্তির দ্বারা শক্তি-সমন্বিত হয়ে এবং জড় পরিচয়ের প্রতি উদাসীন হয়ে, যুক্তির দ্বারা এই মায়িক জগতে জড় দেহটি প্রত্যর্পণ করা উচিত তার ফলে এই জড় জগতের প্রতি উদাসীন হওয়া যায়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করা হয় যে, ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ করলে, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করা যাবে না। তার উত্তরে বলা যায় যে, এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, মুক্ত পুরুষদের সঙ্গে সরাসরিভাবে অথবা দৈহিকভাবে সঙ্গ করতে হয় না, পক্ষান্তরে উপলব্ধির দ্বারা এবং দর্শন ও বিচারের দ্বারা, জীবনের সমস্যাগুলির সাধান করতে হয়। এখানে বলা হয়েছে, *সম্যগ্‌দর্শনয়া বুদ্ধ্যা* — যথাযথভাবে দর্শন করতে হয়, এবং বুদ্ধির দ্বারা ও যোগ অভ্যাসের দ্বারা, এই জগৎ ত্যাগ করতে হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত পন্থার দ্বারা, সেই ত্যাগ লাভ করা যায়।

ভক্তের বুদ্ধি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। তিনি সর্বদাই জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত, কারণ তিনি ভালভাবে জানেন যে, এই জড় জগৎ মায়ার সৃষ্টি। নিজেকে পরম আত্মার বিভিন্ন অংশরূপে উপলব্ধি করে, ভগবদ্ভক্ত তাঁর ভক্তিযুক্ত সেবা সম্পাদন করেন এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে জড় জগতের কর্ম এবং কর্মফল থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। এইভাবে অন্তিম সময়ে তিনি তাঁর জড় দেহ বা ভৌতিক শক্তি ত্যাগ করেন, এবং শুদ্ধ আত্মারূপে ভগবানের ধামে প্রবেশ করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের "জীবের গতি সম্বন্ধে ভগবান কপিলদেবের উপদেশ" একত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।